NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ হাসপাতালের ভিতরে নার্সকে কুপিয়ে খুন

বিহারে ফর্ম বিতরণে নেমেছে নির্বাচন কমিশন ৭

কলকাতা ২৯ জুন ২০২৫ ১৪ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 29.06.2025, Vol.19, Issue No. 20, 8 Pages, Price 3.00

কসবা থেকে কালীগঞ্জ- শাসকের ছত্রছায়ায় বেপরোয়া দৌরাত্ম্য

পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে সুকান্ত মজুমদারকে। -নিজস্ব চিত্র

সিট গঠন পুলিশের, ধৃত কলেজের নিরাপত্তারক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ল' কলেজের ঘটনায় ফের উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। ঘটনার পরই গ্রেপ্তার করা হয় তিন মূল অভিযুক্তকে। এরপর শনিবার গ্রেপ্তারের তালিকায় যোগ হয়েছে ওই কলেজের নিরাপত্তারক্ষীও। এই নিয়ে কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে মোট ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। এদিকে, কসবার কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করেছে কলকাতা পুলিশ। পাঁচ সদস্যের ওই তদন্তকারী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণ শহরতলি) প্রদীপকুমার ঘোষাল। ইতিমধ্যে 'নির্যাতিতা' এবং তাঁর বাবা-মায়ের গোপন জবানবন্দি নেওয়ার জন্য আবেদন করেছে সিট।

কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত শুরু করে শনিবারই কলেজের নিরাপত্তাকর্মীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নির্যাতিতা ছাত্রী কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরে সন্ধ্যায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের পর গভীর রাতে গ্রেপ্তার করা হয় তৃতীয় অভিযুক্তকে। শনিবার সকালে কলেজের নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নির্যাতিতা জানিয়েছিলেন, ওই নিরাপত্তাকর্মী 'অসহায় দর্শক' ছিলেন। পুলিশের একটি সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যে নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজের সঙ্গে তাঁর বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয় বছর পঞ্চান্নর ওই নিরাপত্তারক্ষীকে। তাঁর বক্তব্যে অসঙ্গতি রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের অনুমান, এই নিরাপত্তারক্ষী সত্যি কথা বলছেন না। তিনি কোনও তথ্য লুকানোর চেষ্টা করছেন।

এদিকে তদন্তে নেমেই এবার কসবা সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় টনার দিন অর্থাৎ, ২৫ জুনের সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন কলকাত পুলিশের শীর্ষ কর্তারা। কারণ, ওই কলেজের উপাধ্যক্ষ আগেই জানিয়েছিলেন, কলেজের একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। এবার তদন্তে নেমে সেই সমস্ত ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ঘটনার দিনের দুপুর সাড়ে ৩ টে থেকে রাত ১০টা ৫০ পর্যন্ত প্রায় ৭ ঘণ্টার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্যাতিতা নিজের অভিযোগ পত্রে বিকেলের পর থেকে ঘটনাক্রম উল্লেখ করেছেন। সেই ঘটনাক্রমের সঙ্গে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ মিলিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযোগ পত্রে জানিয়েছেন, সন্ধে সাড়ে ৭ টা থেকে রাত ১০টা বেজে ৫০ মিনিট পর্যন্ত প্রথম ইউনিয়ন রুমে ও তারপরে গার্ড রুমে তাঁর উপরে অত্যাচার চালানো হয়। ঠিক সেই সময় কারা কলেজে ঢুকেছিল, ঘটনাস্থলের আশেপাশে যাদের দেখা গিয়েছে তাদের প্রয়োজনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ অতন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এদিকে এদিন অভিযুক্তদের তিনজনের মধ্যে একজনের মোবাইল থেকে নির্যাতিতাকে ধর্ষণের ভিডিও পাওয়া গিয়েছে। এই ভিডিও ধর্ষণ করার সময়কার ভিডিও তুলে রেখেছিল অভিযুক্তেরা। সেই ভিডিও দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইলও করা যেতে পারে নির্যাতিতাকে। গত ২৬ জুন অভিযোগ পত্রে নির্যাতিতা স্পষ্ট লিখেওছিলেন এই কথা। শুধু তাই নয়, সঙ্গে এও বলা হয়েছিল, এরপর থেকে তাঁকে যখন যেখানে ডাকা হবে, তখন সেখানে পৌঁছে যেতে হবে। একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই ফাঁস করে দেওয়া হবে সেই ভিডিও। এবার অভিযুক্তদের একজনের মোবাইল থেকে সেই ভিডিও উদ্ধার করল পুলিশ।

নিন্দা নাড্ডার, তদন্ত কমিটি বিজেপিরও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ল' কলেজের ছাত্রীর উপর গণধর্ষণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা। তিনি এই ঘটনাকে 'চরম নিন্দনীয়' আখ্যা দিয়ে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। চার সদস্যের ওই কমিটিতে রয়েছেন দুই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যপাল সিং এবং মীনাক্ষী লেখী। এ ছাড়া বিজেপির লোকসভার সাংসদ বিপ্লবকুমার দেব এবং রাজ্যসভার সাংসদ মননকুমার মিশ্রও রয়েছেন ওই কমিটিতে। বিজেপির এই অনুসন্ধান কমিটিতে সত্যপাল এবং বিপ্লবের থাকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সত্যপাল বর্তমানে বিজেপির নেতা। অন্য দিকে, বিপ্লব ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গে এসে বিজেপির অনুসন্ধান কমিটির যাতে ভাষাগত সমস্যা না হয়, অনুমান করা হচ্ছে সেই কারণেই বিপ্লবকে রাখা হয়েছে এই দলে।

প্রসঙ্গত, বাংলায় বিজেপির নিজস্ব অনুসন্ধান কমিটি পাঠানোর

■ এরপর ২-এর পাতায়

'ভাইপো গ্যাং'কে নিশানা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সকালে দিল্লির এইমসের উদ্দেশ্যে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিশানা করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, ''কলেজ-ইউনিভার্সিটি চালাচ্ছে দালাল, চাঁদাবাজ আর ধর্ষকরা। অনেকেই ৩০-৫০ বছর বয়সী, বিবাহিত, দুই তিন সন্তানের বাবা। তারাই এখন এসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, গভর্নিং বডির প্রধান, অধিকাংশ কলেজের নেতা। এরা ভাইপো গ্যাং-এর লোক। তবে সমাধান একটাই, মমতাকে সরাতে হবে, না হলে সমস্যা মিটবে না।''

কলেজ-ইউনিভার্সিটি চালাচ্ছে দালাল, চাঁদাবাজ আর ধর্ষকরা। অনেকেই ৩০-৫০ বছর বয়সী, বিবাহিত, দুই তিন সন্তানের বাবা। তারাই এখন এসব প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, গভর্নিং বডির প্রধান, অধিকাংশ কলেজের নেতা। এরা ভাইপো গ্যাং-এর লোক। তবে সমাধান একটাই, মমতাকে সরাতে হবে, না হলে সমস্যা মিটবে না।

-- শুভেন্দু অধিকারী

রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ, প্রশাসনিক কাঠামো নিয়েও বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, 'ইউনিয়নের নামে রাজ্যজুড়ে চলছে অবৈধ কর্মকাণ্ড। অধিকাংশ জায়গায় কর্মীরা ভয় পায়, কোথাও কোথাও আবার কর্মচারীরাই মেরুদণ্ডহীন, তারা বছরের পর বছর ধরে কর্মরত। শিক্ষা দপ্তর পরিচালনা করছে তৃণমূল কার্যালয়; রাজ্যে কলেজের অধ্যক্ষের তালিকা আসে ক্যামাক স্ট্রিট থেকে। কারোর করার কিছু নেই।'

এরপর তিনি বলেন, 'কলেজগুলির গর্ভনিং বডির সভাপতিদের তালিকা দেখুন; চোর, প্রতারক, ডাকাত, জঙ্গি, দুষ্কৃতীরা বসে আছে পশ্চিমবঙ্গের কলেজে। তাদের দৌরাত্ম্য চারদিকে ছড়িয়ে আছে।' এর আগে রাজ্য সরকারের ডিএ বঞ্চনা, হালাল প্রসঙ্গ, পুলিশি অত্যাচার এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে ঘিরেও একাধিক বিতর্কিত মন্তব্য করে শুভেন্দু রাজ্য রাজনীতিতে আলোড়ন তুলেছেন।

উত্তাল প্রতিবাদ, গ্রেপ্তার সুকান্তরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ল' কলেজে গণর্ষণের ঘটনায় উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাট মোড়। কসবায় কলেজ পড়ুয়া এক ছাত্রীর গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের আবহে এদিন বিজেপির পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় প্রতিবাদ পদযাত্রা। নেতৃত্বে ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সঙ্গী হন দলের অন্য নেতারাও।

গড়িয়াহাট ও কসবা সংলগ্ন এলাকা ঘিরে সকাল থেকেই ছিল অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন। আগে থেকেই ব্যারিকেড তৈরি করে মিছিল আটকানোর প্রস্তুতি নেয় কলকাতা পুলিশ। কিন্তু বিজেপি কর্মীদের রোখা যায়নি। সুকান্ত মজুমদারের গাড়ি গড়িয়াহাট মোড়ে পৌঁছতেই উত্তেজনা চরমে ওঠে। কর্মীরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে বিশৃঙ্খলা।

পুলিশের একাধিক কর্তারা সুকান্ত মজুমদারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘিরে ফেলেন তাঁকে। আটক করা হয় বিজেপি কর্মীদের। বিজেপির রাজ্যসভাপতি বলেন, 'এখানে ১৪৪ ধারা নেই তাহলে আটকাচ্ছেন কেন?' পাল্টা এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'অনুমতি নেই। ব্যারিকেড ভেঙেছেন। তাই গ্রেপ্তার করব।' আবার সুকান্ত বলেন, 'গণতন্ত্রের অধিকার রয়েছে বিক্ষোভ দেখানোর। থানার সামনে গেলে গ্রেপ্তার করুন। রাজ্যে একের পর এক ধর্ষণ হচ্ছে, তখন তো আটকাতে পারছেন না। আর আমরা বিক্ষোভ করলেই দোষ?'

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সুকান্ত সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেই না। আমার কথা ছাড়ুন, এরা তো কেন্দ্রীয় সরকারকেই মানে না। ইউনূসের মন্ত্রী হলে বেশি কদর পাবে এখানে।' এ দিকে, বিজেপি কর্মীরা যাতে জমায়েত করতে না পারেন তার জন্য কার্যত অ্যাকশন মোডে দেখা যায় কলকাতা পুলিশকে। গলিতে ঢুকে পুলিশ তল্লাশি চালায় কোনও জমায়েত আছে কি না দেখার জন্য।

এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। সঙ্গে আটক হন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ও তমোঘ্ন ঘোষ। তাঁদের একটি প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। ওই সময় গোটা এলাকা 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হায় হায়' স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে।

প্রিজন ভ্যানে ওঠার আগে সাংবাদিকদের উদ্দেশে সুকান্ত বলেন, 'পুলিশ যে আচরণ করছে, তা গণতন্ত্রের কফিনে শেষ পেরেক

■ এরপর ২-এর পাতায়

রিপোর্ট তলব শিক্ষামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলেজে উপস্থিত ভাইস প্রিন্সিপাল, রয়েছেন কলেজের নিরাপত্তারক্ষী, তারই মধ্যে কীভাবে একটা ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এই সব প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর। গোটা ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে কলেজের জেনারেল বডির বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বিষয়টিও খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আমরা হতবাক, আমি মর্মাহত। কলেজে এই ঘটনা কাম্য নয়।' কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে জেনারেল বডি মিটিং ডাকতে বলেছি। নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও গাফিলতি থাকলে তা খতিয়ে দেখা হবে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিচার পাইয়ে দিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। একইসঙ্গে ঘটনার রিপোর্টও তলব করেন তিনি।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

তামান্নার খুনে মূল অভিযুক্ত পাকড়াও

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীগঞ্জে ১০ বছরের নাবালিকা তামান্না খাতুনকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হল আরও দু'জনকে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মূল অভিযুক্ত গাওয়াল শেখ এবং তাঁর পুত্র বিমল শেখ। মৃতার মা সাবিনা বিবির মুখে এই গাওয়ালের নাম শোনা গিয়েছিল। তিনি দাবি করেছিলেন, গাওয়ালই বোমা ছোড়ার নির্দেশ দেন। তিনিই মূল মাথা। শুক্রবার রাতে বর্ধমানের কাটোয়া থেকে এই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই নিয়ে কালীগঞ্জের ঘটনায় মোট গ্রেপ্তারির সংখ্যা দাঁড়াল ৯।

গাওয়াল কালীগঞ্জে তৃণমূলের বুথ সভাপতির পদে আছেন। তামান্নার মৃত্যুর পর পরিবারের তরফে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল, তাতে গাওয়াল এবং তাঁর পুত্র উভয়েরই নাম ছিল। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার অমরনাথ কে বলেন, 'গাওয়াল শেখ কালীগঞ্জ বোমাকাণ্ডের প্রধান অভিযুক্ত। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আরও এক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তল্লাশি অভিযান চলছে। শীঘ্রই সকল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।'

পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ফেলছেন প্রতিবাদকারীরা। ছবি: অদিতি সাহা

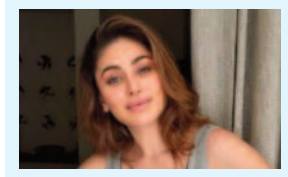

প্রয়াত শেফালি

■ শুক্রবার রাতে প্রয়াত বলিউডের 'কাঁটা লাগা' গার্ল শেফালি জরিওয়ালা। রাতে বুকে ব্যথা অনুভব করায় তাঁর স্বামী পরাগ ত্যাগী হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুকালে অভিনেত্রীর বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ বলিমহল।

নতুন 'র'-প্রধান

■ ভারতের 'র'-এর পরবর্তী চিফ হতে চলেছেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার পরাগ জৈন। শনিবারই নতুন র-চিফের নাম ঘোষণা করে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, পরাগ জৈন ১৯৮৯ ব্যাচের পঞ্জাব ক্যাডার ছিলেন। তিনি ১ জুলাই থেকে টাকা দুবছর এই নতুন দায়িত্ব সামলাবেন। তার আগে এই দায়িত্বে ছিলেন রবি সিন্‌হার। তবে ৩০ জুন তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে নতুন 'র'-চিফের নাম ঘোষণা করা হয়।

শেষ শনাক্তকরণ

■ আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি। ২৪ জুন গুজরাত সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল দুর্ঘটনায় মোট ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সরকারে তরফে জানানো হয়েছে মোট ২৬০ জনের দেহ শনাক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৫৪ জনের দেহ ডিএনএ টেস্টের পর শনাক্তকরণ হয়। বাকি ৬ জনের দেহ ডিএনএ টেস্ট ছাড়াই শনাক্ত হয়। যার মধ্যে শনিবার শেষ দেহটি শনাক্তকরণের পর তুলেও দেওয়া হয়েছে পরিবারের হাতে।

আত্মসমর্পণ

■ মাওবাদীদের উদ্দেশে অস্ত্র ছাড়ার আহ্বানে ফের সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বস্তার ডিভিশনের বিজাপুর জেলায় আত্মসমর্পণ করলেন আট মহিলা-সহ ১৩ জন মাওবাদী। যাঁদের মোট মাথার দাম ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। প্রশাসন জানিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের মধ্যে দু'জনের মাথার দাম ছিল ৫ এবং ৮ লক্ষ টাকা করে। তারা হলেন কোসা ওয়াম ওরফে রাজেন্দ্র ওরফে মহেশ (২৯) এবং কোসি পোডিয়াম (২৭)।

আত্মঘাতী হামলা

■ ফের ফিঁদায়ে হামলা পাকিস্তানে। বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে আত্মঘাতী জঙ্গি ধাক্কা মারে সেনা কনভয়ে। বিস্ফোরণে প্রাণ হারান ১৬ জন জওয়ান। সাধারণ বাসিন্দা-সহ আহত ২৯। সূত্রে খবর, শনিবার উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় এই হামলাটি হয়েছে। হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই- তালিবান পাকিস্তানের শাখা সংগঠন হাফিজ গুল বাহাদুর। একই কায়দায় দ্বিতীয়বার পাক সেনার উপর চলল হামলা। শেষবার হামলার দায় স্বীকার করেছিল বালোচ লিবারেশন আর্মি।

'ভারতীয়দের হৃদয়ে আপনি', শুভাংশুর সঙ্গে কথা মোদীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লর সঙ্গে কথা বলেছেন। যিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন রয়েছেন।

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: রাকেশ শর্মার পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে ইতিহাস তৈরি করে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন শুভাংশু শুক্ল। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি কাটিয়ে ফেলেছেন দেশের গর্ব এই নভশ্চর। শনিবার তাঁর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সরাসরি কথা বলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুভাংশুকে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ভারত থেকে দূরে কিন্তু ভারতীয়দের হৃদয়ে রয়েছেন আপনি। পালটা মাতৃভূমির প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু।

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক্স হ্যান্ডল অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে লেখা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লর সঙ্গে কথা বলেছেন। যিনি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন রয়েছেন।' শুভাংশু এবং মোদীর মধ্যে বেশ কিছু সময় ধরে কথা হয়।

আজ মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে আছেন আপনি, কিন্তু ভারতীয়দের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে রয়েছেন। আপনার নামের মধ্যে শুভ আছে, আপনার যাত্রাও একটি যুগের শুভারম্ভ।

-- নরেন্দ্র মোদী (শুভাংশুকে বার্তা)

ভারতীয় নভশ্চরের প্রতি মোদীর বার্তা;'আজ মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে আছেন আপনি, কিন্তু ভারতীয়দের হৃদয়ের সবচেয়ে কাছে রয়েছেন। আপনার নামের মধ্যে শুভ আছে, আপনার যাত্রাও একটি যুগের শুভারম্ভ।'

মার্কিন মহাকশ গবেষণা সংস্থা নাসা জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে এই মুহূর্তে ১১ জন নভশ্চর রয়েছেন। সকলেই নানাবিধ গবেষণামূলক কাজে ব্যস্ত। 'এক্সপিডিশন ৭৩'-এর সাত জন ক্রু সদস্য আগে থেকেই মহাকাশ স্টেশনে ছিলেন। তাঁরা শুভাংশু-সহ 'অ্যাক্স-৪'-এর চার নভশ্চরকে অরবিটাল ল্যাব সিস্টেমের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করছেন। আগামী দু'সপ্তাহ ধরে মাইক্রোগ্র্যাভিটি সংক্রান্ত গবেষণা চলবে। সে জন্য নবাগত চার নভশ্চরকে প্রস্তুত হতেও সাহায্য করছেন তাঁরা।

বৃহস্পতিবার ইতিহাস তৈরি করেন ভারতীয় নভশ্চর। প্রথম ভারতীয় হিসাবে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পা দেন শুভাংশু শুক্লা। অ্যাক্সিয়ম-৪ অভিযানে অংশ হিসাবে অন্য তিন মহাকাশচারীর সঙ্গে মহাকাশ স্টেশন পৌঁছন। ইতিমধ্যে সেখানে ২৮ ঘণ্টা কাটিয়ে ফেলেছেন শুভাংশু।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত MAHENDER PRD CHOWDHURY S/O T P CHOWDHURY নাম Record আছে (WB-23-19830008905) ২৭/০৬/২০২৫ তারিখে ব্যারাকপুর 1st Class J.M কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি MAHENDAR CHOWDHARY পিতা TETAR CHOWDHARY নামে পরিচিত হইলাম।

সংশোধনী

গত ২৮-০৬-২০২৫ -এ প্রকাশিত সাধারন বিজ্ঞপ্তিতে শ্রীমতী সঞ্চিতা হরি-র, স্বামীর নাম ডাঃ দেবাপ্তন মন্ডল -এর পরিবর্তে "ডাঃ দেবরঞ্জন মন্ডল" পড়তে হবে। ভুল প্রকাশের জন্য দুঃখিত।

নাম-পদবী

আমি মনিশঙ্কর মল্লিক পিতা- মৃত সুবোল মল্লিক, গ্রাম-চিত্রশালী, থানা-হাঁসখালী, জেলা-নদীয়া, আমার পিতার নাম সুবোল মল্লিক যাহা লিপিবদ্ধ আছে আমার Voter ID নাম্বারে (CHV2251023), কিন্তু আমার পিতার একটি দানপত্র দলিলে (দলিল নং-৬১২৫/২০০৭ D.S.R (NADIA)) ও একটি রিভয় কোবালা দলিলে (দলিল নং-৬১৭৬/১৯৮৯ A.D.S.R (Krishnagar)) তাহার নাম সুভাষ চন্দ্র মল্লিক লিপিবদ্ধ আছে। গত ইং-২৪/০৬/২০২৫ তারিখে LD. EXECUTIVE MAGISTRATE, RANAGHAT Court এর AFFIDAVITS (No-10 / 2025) বলে আমার পিতা মৃত সুবোল মল্লিক ও সুভাষ চন্দ্র মল্লিক এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইল।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী কনকেশ মজুমদার পিতা -সুকেশ মজুমদার, সাকিম ত্রিবেনী ঘাট রোড, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয় বিগত ইং ০৫/০৩/২০২০ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-0023/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীমতী জবা মজুমদার স্বামী শ্রী কনকেশ মজুমদার, সাকিম ত্রিবেনী ঘাট রোড, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল শ্রীমতী জবা মজুমদার, অপর শরিক শ্রীমতী রীতা চৌধুরী স্বামী শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী, পিতা -সুকেশ মজুমদার, মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ০৫/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5441/2025 নং দলিল মূলে শ্রীমতী পিয়ালী সাধুখাঁ স্বামী শ্রী অপূর্ব সাধুখাঁ, সাকিম বৈকুণ্ঠপুর, (দেবেন্দ্রনাথ স্কুল), ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বা কমবেশী ০.০২৫ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বাসুদেবপুর, জে.এল নং ৩৯, সাবেক ৪৪৫ তথা হাল এল.আর. ১৮২ নং খতিয়ানে, সাবেক ৩১৮ তথা হাল এল আর ১৫১৫ নং দাগে পুকুর যেনে আনায় ২.৫৭৮ একরের মধ্যে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বা কমবেশী ০.০২৫ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে ও অপর শরিক শ্রীমতী রীতা চৌধুরী স্বামী শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী, মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা শ্রীমতী পিয়ালী সাধুখাঁ স্বামী শ্রী অপূর্ব সাধুখাঁ উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

DEED LOST NOTICE

I'm **Mithun Biswas**, my father's name is Bimal Biswas. My permanent address is Shantipur, District-Nadia. I lost an original deed on 30th may 2025 & the **number of the deed is 2720/2020**. I also submit a General Diary to the Shantipur Police Station & the number of **GD 884**. I'm requesting if Anyone got my deed then please connect with me. My Contact Number **8670758279**.

DECLARATION

I Sovanali Mollick S/o Late Anowarali Mollick Residing at Krishnapur Mallick Para, P.O. - Garalgacha, P.S. - Chanditala, District - Hooghly, PIN - 712708, WB, shall henceforth be known as Sovan Ali Mallick S/o Late Anowar Ali Mallick as declared before the First Class Judicial Magistrate Serampore Court District Hooghly vide affidavit No. 7055 Dated 23.06.2025 Sovanali Mollick S/o Late Anowarali Mollick and Sovan Ali Mallick S/o Late Anowar Ali Mallick both are same and identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৯ শে জুন। ১৪ ই আষাঢ়। রবি বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি: পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি: শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্সে সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি: প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি: পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্তোত্র পাঠে শুভ।

সিংহ রাশি: নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী বলে লক্ষী করে চলেছেন, যে ব্যক্তি মতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি: বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতাণ্ডব স্তোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি: কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্তোত্র পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি: আজ লগ্নিকারা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি: কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যে শুভ। বিদ্যার্থীদের একাগ্রতা। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্তত্র পাঠ।

মকর রাশি: সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি: সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি: বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যয় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ মাইকেল মধুসূদন দত্ত র তিরোধান দিবস।
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

দিল্লি এইমস-এ চিকিৎসাধীন তমলুকের সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে শনিবার দেখতে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে উদ্যমী সম্মেলন মেলা ২০২৫-এর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও অর্জুন রাম মেঘাওয়াল কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে উদ্যমী সম্মেলন মেলা ২০২৫ এর উদ্বোধন করলেন। ভারত সরকারের অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ বাস্তুতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের ভাষণে বৈষ্ণব বলেন, রেল ব্যবস্থার উন্নতি যে কোনও অর্থনীতির উন্নয়নের প্রাথমিক চাহিদা। বর্তমান সরকার সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দের লক্ষে রেল বাজেটকে সাধারণ বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে রেলের বাজেট বরাদ্দ ২.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পূর্বতন সরকারের আমলে রেলের বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৪-২৫ হাজার কোটি টাকা। গত ১১ বছরে প্রায় ৩৫ হাজার কিমি রেল লাইন পাতা হয়েছে। এক ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষেই পাতা হয়েছে ৫৩০০কিমি রেলওয়ে লাইন। ১৪০০ লোকোমোটিভ ও ৩৫০০০ ওয়াগন প্রতি বছর ভারতের রেল ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

‘র’-এর পরবর্তী চিফ পরাগ জৈন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতের ‘র’-এর পরবর্তী চিফ হতে চলেছেন সিনিয়র আইপিএস অফিসার পরাগ জৈন। আর এ ব্যাপারে শনিবারই নতুন র-চিফের নাম ঘোষণা করে কেন্দ্র। প্রসঙ্গত, পরাগ জৈন ১৯৮৯ ব্যাচের পঞ্জাব ক্যাডার ছিলেন। তিনি ১ জুলাই থেকে টাকা দুবছর এই নতুন দায়িত্ব সামলাবেন। তার আগে এই দায়িত্ব ছিল রবি সিনহার। তবে ৩০ জুন তার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে নতুন ‘র’-চিফের নাম ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা না বললেই নয়, ‘অপারেশন সিঁদুর’ চলার সময় পরাগ জৈন বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার বুদ্ধি এবং টার্গেটে সঠিকভাবে আঘাত করার পরিকল্পনা সফল হয়েছিল অপারেশন সিঁদুরে। পাকিস্তানের মাটি থেকে শুরু করে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে তার দেখানো পথেই পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করে ভারতীয় সেনা। শুধু তাই নয়, জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়েও বিস্তারিত অভিজ্ঞতা রয়েছে পরাগ জৈনের। এর আগে তিনি পঞ্জাব পুলিশের ডিজিপি-র দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তবে এবার সেখান থেকে উঠে এসে তার ওপর আরও বড় দায়িত্ব দিল কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ধরনের আপোষ করা হবে না, সেটা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার সেই পথেই নেওয়া হল পদক্ষেপ। এদিকে অপারেশন সিঁদুরে সাফল্যের পর দেশের প্রতিরক্ষা বাজেটে আরও বাড়তি জোর দেওয়া হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং প্রযুক্তি কেনার দিকেই এই অতিরিক্ত খরচের দিকে দৃষ্টি থাকবে। সূত্রের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার ৫০,০০০ কোটি টাকার একটি অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব দিয়েছে যা শীতকালীন অধিবেশনে যা সংসদের অনুমোদন পেতে পারে।

এই অতিরিক্ত বরাদ্দের ফলে সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনীয় চাহিদা, অত্যাবশ্যকীয় সামরিক সরঞ্জাম কেনা এবং গবেষণা ও উন্নয়নের কাজেও বরাদ্দ হতে পারে।

প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবছরে কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রতিরক্ষার জন্য রেকর্ড ৬.৮১ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৯.৫৩ শতাংশ বেশি। ২০১৪-১৫ সালে যেখানে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ২.২৯ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৪-২৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৮১ লক্ষ কোটিতে। আর দেশের মোট বাজেটের এটি ১৩.৪৫ শতাংশ।

বিজেপির ‘ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং’ দলকে স্বাগত, কটাক্ষ তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ল’ কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যে বিজেপির প্রতিনিধি দল আসার ঘোষণার পরেই কটাক্ষে মুখর হল তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও তৃণমূলের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিজেপির দল এলে তাদের স্বাগত। কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এই প্রতিনিধি দল আদৌ তদন্ত করতে আসছে, না কি ‘রাজনৈতিক পর্যটনে’?

রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম বাংলায় আসতেই পারে। আমরা কোনও সত্য গোপন করছি না। কিন্তু, ওড়িশায় যখন ১০ দিনে ৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, সেখানে তো কেউ যায় না! আমরা কাউকে শিল্ড করি না। এখানে পুলিশ তার কাজ করছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তও চলছে।

তাঁর আরও অভিযোগ, আমার কাছে এমন একটি ছবি রয়েছে, যেখানে বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী রিংকাল সিং রাজ্যসভার এক সাংসদের পায়ে পড়ছেন। কারণ, তাঁর উপর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আমাদের এখানে সেটা হয় না। কারণ, এখানে পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি জীবনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না।

তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সরাসরি প্রশ্ন ছুড়েছেন, ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম কেন আসছে? কসবা-কাণ্ডে অভিযুক্তরা তো আগেই গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছে। তাহলে ফ্যাক্ট খোঁজার কী আছে? আসলে ওঁরা দিঘার নতুন জগন্নাথ মন্দিরে যাওয়ার জন্যই কালো কাচওয়ালা গাড়িতে চেপে আসছেন। জয় জগন্নাথ বলবেন, ছবি তুলবেন, আবার ফিরে যাবেন।

তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, ফ্যাক্ট খুঁজতে হলে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে যে মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলুন। তিনি কী বলছেন, কোথায় তাঁর উপর অত্যাচার হয়েছিল, কোন আশ্রমের কোন ঘরে; এসবই তো ফ্যাক্ট।

তবে আরজি কর হাসপাতালের ধর্ষণ-কাণ্ডে নিহত চিকিৎসক অভয়ার বাবা-মায়ের তরফ থেকে কসবা-কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ আসায় তৃণমূল অস্বস্তিতে পড়ে। এ প্রসঙ্গে দলের মুখপাত্র বলেন, অভয়ার মা-বাবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আছে। কিন্তু তাঁরা যেন রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত না হন। দু’-একদিন প্রচার পাওয়ার জন্য তাঁদের ব্যবহার করাটা অনুচিত। সব মিলিয়ে বিজেপির প্রতিনিধি দল আসা নিয়েও রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে;তৃণমূলের যুক্তি, তদন্ত হলে হোক, কিন্তু তা যেন লোক দেখানো না হয়।

বাংলার লজ্জা মমতা, ধর্ষণ-কাণ্ডে তৃণমূলকে কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজে এক ছাত্রীর গণধর্ষণকাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করল বিজেপি। শনিবার রাজ্য বিজেপির তরফে এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ সাতটি ছবি-সহ পোস্ট করে লেখা হয়, বাংলার লজ্জা মমতা।

বিজেপি-র অভিযোগ, দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সাথী সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার আইন কলেজের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেছেন। তাঁকে অভিযুক্ত মনোজিত মিশ্রর সঙ্গে তৃণমূলের পতাকা হাতে, ইফতার এবং অন্যান্য কলেজ অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। বিজেপির প্রশ্ন; কে তাঁকে অনুমতি দিয়েছিল কলেজে প্রবেশের? পোস্টটিতে আরও বলা হয়েছে, ২৫ জুনের ধর্ষণের ঘটনা কি নিছক একটি পৃথক ঘটনা, নাকি এর আগে বহুবার এমন ঘটনা ঘটেছে, যা চেপে যাওয়া হয়েছে? সার্থক ও মনোজিত কি তৃণমূলের মদতে পরিচালিত কোনো বৃহৎ অপরাধচক্রের অংশ? প্রশ্ন উঠছে; কিভাবে তৃণমূল রাজনৈতিকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল করে চলেছে?

বিজেপি আরও দাবি করেছে, এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকের ডগায়। বাংলার মেয়েরা যখন শাসকদলের লালসার শিকার হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী নীরব দর্শক। এর অর্থ একটাই; তিনি এই ঘটনার নৈতিক দায় এড়াতে পারেন না। বাংলার মেয়েদের অপমান আর নির্যাতনের প্রতীক হয়ে উঠেছেন তিনিই। বাংলার লজ্জা এখন মমতা।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী গোবিন্দ মৃধা সাং মাঝেরহাটি আশ্রম রোড, পোস্ট + থানা- নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯, মোঃ 9830808411, জানাইতেছে যে, পিপাস দাশগুপ্ত পিতা প্রদীপ কুমার দাশগুপ্ত, তাহার ফ্লাটটি যাহার নম্বর B/2 অফ 52/A, পূর্বাচল কোরা সাহেব বাগান, ববি এপার্টমেন্ট, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭০০১৩০, তাহা আমার মক্কেলের নিকট টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখিয়াছে। আমার মক্কেলের টাকা পরিশোধ না করিয়া উক্ত ফ্লাটটি পিপাস দাশগুপ্ত বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। উক্ত ফ্লাটটি খরিদ না করিবার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হইতেছে।

শচীন্দ্রনাথ মজুমদার (অ্যাডভোকেট)
শহীদ ক্ষুদিরাম সরণী, প্রিয়নাথ বিদ্যাপীঠ স্কুলের কাছে, পোস্ট ও থানা- নিমতা, কলকাতা-৪৯

NOTICE

Notice is hereby given that my clients 1) Panchghara Landscape Private Limited and 2) Pratham Dealmark Private Limited, has purchased the land containing an area of 66 Decimal, situate lying at Mouza Panchghara, J.L. No. 80, Police Station -Chanditala, District Hooghly, West Bengal, Within the ambit of Chanditala Gram Panchayet comprise in-

R.S DAG NO.	L.R DAG NO.	L.R. KHATIAN NO.	TOTAL SHARE AREA OUT OF 1.0000	AREA IN DECIMAL
3519	3784	5325	0.2981	17.00 Decimal
3521	3786	5325	0.1295	11.00 Decimal
3586	3856	5325	0.3378	04.00 Decimal
3587	3857	5325	0.5812	05.00 Decimal
3588	3858	5325	0.5000	05.00 Decimal
3589	3859	5325	0.7115	24.00 Decimal
			Total	66.00 Decimal

from its existing owner Kartick Mallick, son of Late Nittya Ranjan Mallick. It has been represented by the said Owners that the three original Deed of Conveyances and three registered Power of Attorney has been lost and/or misplaced and could not be traced out in spite of diligent searches being made which as follows:-

1. Deed Being No. 01571 of 2012 registered at DSR-II, Hooghly made between Mahit Mohan Adak, son of Late Nibaran Chandra Adak represented by his Power of Attorney Rupak Ghosh, son of Kalipada Ghosh therein referred to as the VENDOR of the One Part and Kartick Mallick, son of Late Nittya Ranjan Mallick therein referred to as the PURCHASER of the Second Part.
2. Deed Being No. 01572 of 2012 registered at DSR-II, Hooghly made between Madan Mohan Porel, son of Late Megnath Porel represented by his Power of Attorney Rupak Ghosh, son of Kalipada Ghosh therein referred to as the VENDOR of the One Part and Kartick Mallick, son of Late Nittya Ranjan Mallick therein referred to as the PURCHASER of the Second Part.
3. Deed Being No. 01573 of 2012 registered at DSR-II, Hooghly made between Madan Mohan Porel, son of Late Megnath Porel represented by its Power of Attorney Rupak Ghosh, son of Kalipada Ghosh therein referred to as the VENDOR of the One Part and Kartick Mallick son of Late Nittya Ranjan Mallick therein referred to as the PURCHASER of the Second Part.
4. POA Being No. 00115 of 2012 registered at DSR-II, Hooghly made between Madan Mohan Porel, son of Late Megnath Porel therein referred to as the Principal and Rupak Ghosh, son of Kalipada Ghosh therein referred to as the Attorney.
5. POA Being No. 00117 of 2012 registered at DSR-II, Hooghly made between Mohit Mohan Adak, son of Late Nibaran Chandra Adak therein referred to as the Principal and Rupak Ghosh, son of Kalipada Ghosh therein referred to as the Attorney.
6. POA Being No. 04486 of 2021 registered at ARA - IV, Kolkata made between Kartick Mallick, son of Late Nittya Ranjan Mallick therein referred to as the Principal and Sekh Abul Basar @ Sekh Abul Basra, son of Late Sekh Raijel Haque therein referred to as the Attorney.

Anybody in custody of the said original document or having any claim or demand of any nature whatsoever over and in respect of the said land may intimate us his/her claim about the same within fifteen (15) days from the date of this notice.
Dated this 28th Day of June, 2025.

GANESH MANNA,
Advocate
10, K.S ROY ROAD,
1ST FLOOR, ROOM NO.5, Kolkata-700 001.

কসবা ল’ কলেজের প্রাক্তন টিএমসিপি নেতা মনোজিৎ মিশ্র-সহ বাকি অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে হাওড়ার থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাল হাওড়ায় বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠন। বামপন্থী সংগঠনগুলির দাবি, রাজ্যে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। ধর্ষকদের আড়াল করতে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আন্দোলন চলবে যতক্ষণ না ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়।

কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে ট্রেন বন্ধ, ভোগান্তি যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার বিকেলে আচমকা থমকে গেল কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের পরিষেবা। যতীন দাস পার্ক ও নেতাজি ভবন স্টেশনের মাঝে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মেট্রো চলাচল ব্যাহত হয়। বিকেল ৩টে ৩৫ মিনিট নাগাদ সমস্যা ধরা পড়ে। এরপরই টালিগঞ্জ থেকে ময়দান পর্যন্ত রুটে মেট্রো চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ রুটে আংশিক পরিষেবা বজায় ছিল। দক্ষিণেশ্বর থেকে ময়দান এবং কবি সুভাষ থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত আপ ও ডাউন ট্রেন চলেছে। শুধুমাত্র মাঝের অংশ অর্থাৎ ময়দান থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল কিছু সময়ের জন্য। ফলে প্রবল ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা। টালিগঞ্জ স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ ধরে ট্রেন না আসায় প্ল্যাটফর্মে তীব্র ভিড় জমে যায়। অনেকে বাধ্য হয়ে স্টেশন ছেড়ে বাস, অটো কিংবা ট্যাক্সির খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, ত্রুটি চিহ্নিত হওয়ার পর দ্রুত তা সারানোর কাজ শুরু হয় এবং বিকেলের মধ্যেই পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়। এবিষয়ে মেট্রো রেলের সিপিআরও জানান, ‘বিষয়টি তিনি জানেন না। বড় কোনও ঘটনা ঘটেনি, বড় ঘটনার ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়।’

উত্তাল প্রতিবাদ, গ্রেপ্তার সুকান্তরা

■ প্রথম পাতার পর

ঠুকে দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যকে উত্তর কোরিয়া বানিয়ে ফেলেছেন। আমি হাজার বার গ্রেপ্তার হতে রাজি, কিন্তু বাংলার মেয়েদের সম্মান নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলা চলবে না।’

এদিকে, সন্ধ্যের পর লালবাজার থেকে বেল নিতে অস্বীকার করলেন রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার। তিনি বেল বন্ডে সই করে ব্যক্তিগত জামিন নিতে অস্বীকার করেন। তাতে যদি রাতভর থানার লকআপে থাকতে হয় তিনি থাকবেন বলেই জানান।

লন্ডনের বিগ বেন থেকে দিঘার পুরীকরণ, ফ্লপ শো: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিপুল আয়োজন, তবে তার বাস্তব রূপায়ণ নিয়েই কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে ‘লন্ডনের বিগ বেন থেকে দিঘার পুরীকরণ; ফ্লপ শো বলেই কটাক্ষ শুভেন্দুর। দিঘায় রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিপুল আয়োজন, তবে তার বাস্তব রূপায়ণ নিয়েই কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন; ‘তীর্থের কাক’-এর শখ হয়েছিল কলকাতাকে লন্ডন বানাবেন। তাই ‘বিগ বেন’ নকল করে বসিয়ে দেওয়া হল রাজপথে; ব্যস, হয়ে গেল লন্ডন! সুন্দরবনকে বানাতে চাইলেন আফ্রিকার জঙ্গল, পরে বুঝলেন সেটা সম্ভব নয়। তবে ওখান দিয়ে অনুপ্রবেশ করানোর ব্যবস্থা থাকলেই চলবে;নির্বাচনে কাজে লাগবে। দার্জিলিংকে বানাতে চাইলেন সুইজারল্যান্ড, কিন্তু পরিকাঠামো নেই, তাই শেষে পাহাড়বাসীদের মধ্যে বিভাজন করে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা হল।

এরপর শুভেন্দুর কটাক্ষ দিঘাকে ঘিরে। তিনি লেখেন, প্রথমে বলেছিলেন দিঘা হবে গোয়া, পরে বুঝলেন সেটা সম্ভব নয়, তাই চেষ্টা হল পুরীকে নকল করার। এবার প্রতিযোগিতায় নামলেন তীর্থক্ষেত্রের সঙ্গে! যুগের পর যুগ ধরে চলে আসা আচার আচরণ কয়েক মাসে রপ্ত করে ফেলতে হবে! ভক্তরা নেই, কিন্তু পুলিশ আছে; ব্যস, হয়ে যাবে! সবশেষে তাঁর কটাক্ষ, ভক্তির পরম্পরা সৃষ্টি আর প্রশাসনিক সাজসজ্জা এক নয়। মানুষের বিশ্বাসের ‘টেন্ডার’ বের করা যায় না। আজ সাত হাজার পুলিশ নামলেও দিঘায় প্রকৃত ভক্ত নেই। এক কথায়; ফ্লপ শো।

তদন্ত কমিটি বিজেপিরও

■ প্রথম পাতার পর

ঘটনা নতুন কিছু নয়। অতীতেও ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘটনায় বিজেপি দিল্লি থেকে নিজস্ব অনুসন্ধান দল পাঠিয়েছে এই রাজ্যে। এ বার কসবায় সাউথ ক্যালকাটা ল’ কলেজে ধর্ষণের ঘটনাতেও বিজেপি চার সদস্যের এক অনুসন্ধান কমিটি পাঠাচ্ছে বাংলায়। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, এই কমিটি শীঘ্রই ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করবে এবং পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেবে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির হাতে। বিজেপির এই পদক্ষেপে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ আরও জোরাল হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিজেপি আরও দাবি করেছে, ‘এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকের ডগায়। বাংলার মেয়েরা যখন শাসকদলের লালসার শিকার হচ্ছে, তখন মুখ্যমন্ত্রী নীরব দর্শক। এর অর্থ একটাই; তিনি এই ঘটনার নৈতিক দায় এড়াতে পারেন না। বাংলার মেয়েদের অপমান আর নির্যাতনের প্রতীক হয়ে উঠেছেন তিনিই। বাংলার লজ্জা এখন মমতা।’

অন্য দিকে, কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন তুলেছে শাসকদল তৃণমূল। এই কমিটি বাংলায় এসে কী করবে, তা নিয়ে শনিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন তোলেন দলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, ‘‘কসবাকাণ্ডে অভিযুক্তদের ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে। তার মধ্যে বিজেপির এই ‘অনুসন্ধানের’ প্রয়োজনীয়তা কী?’’

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৯ জুন ২০২৫, ১৪ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার

মনোজিৎ নয়, ‘ম্যাঙ্গো’ নামেই সর্বাধিক পরিচিত কসবা-ঘটনার মূল অভিযুক্ত

কোন শিক্ষক কখন, কোন ক্লাস নেবেন সবই ছিল তার নখদর্পণে !

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা কাণ্ডে ধৃত মনোজিৎ সাউথ ক্যালকাটা ল’কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, এমনটাই জানা গিয়েছিল শুক্রবার। সঙ্গে এও জানা গিয়েছিল, কলেজ ইউনিটের প্রাক্তন সভাপতি, বর্তমানে ওই কলেজেরই অস্থায়ী কর্মীও সে। বছর ৩১-এর মনোজিৎ একসময়ের ছাত্র রাজনীতির জনপ্রিয় মুখ। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার থেকে আসা মনোজিতের এই কলেজ থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের হাত ধরে রাজনীতির হাতে খড়ি শুরু। এরপর মনোজিৎ প্রায় এক দশক ধরে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। সময়ের সঙ্গে সে কলেজ ক্যাম্পাসে ‘ক্ষমতার কেন্দ্র’ হয়ে ওঠে। অতীতেও ইউনিয়ন বিরোধের সময় তার বিরুদ্ধে চাপ এবং হুমকির অভিযোগ উঠেছে। তবে তার বিরুদ্ধে পুলিশি কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। সূত্রে খবর, তৃণমূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে সবাই এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এড়িয়েও চলতেন। এই মনোজিৎ সম্পর্কে একটু খোঁজখবর করতেই সামনে এল বিস্ফোরক সব তথ্য। কেবলমাত্র বুধবারের ধর্ষণ কাণ্ড-ই নয়, এর আগেও একাধিকবার যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে এই মনোজিতের বিরুদ্ধে। কিন্তু এক অদৃশ্য কারণে মনোজিতের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করতে পারেনি পুলিশ প্রশাসন।

এদিকে বুধবারের এই ঘটনার পর সাউথ ক্যালকাটা ল’কলেজে প্রবেশ করতেই নজরে পড়ে বিভিন্ন দেওয়ালে নীল-সাদা রঙে লেখা ‘টিম এমএম’। কোথাও আবার চোখে পড়বে ‘মনোজিৎ দাদা তুমি আমাদের হৃদয়ে আছ’। সব জায়গাতেই লেখা, ‘দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেস’। এছাড়াও মিলেছে মনোজিৎ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য। ঘনিষ্ঠ মহলে এই মনোজিৎ পরিচিত ‘ম্যাঙ্গো’ নামে। এছাড়াও কলেজ পড়ুয়ারা এও জানান, ভর্তি থেকে শুরু করে কলেজ ইউনিয়নের কে কোন পদে বসবেন, সবই চলত মনোজিতের ইচ্ছের উপর। এমনকী, অনেক সময়েই কোন শিক্ষক কখন-কোন ক্লাস নেবেন, তা-ও অনেক সময়ে ঠিক করে দিত এই ম্যাঙ্গোই। কলেজের কর্মী থেকে অধ্যক্ষ, সবাই নাকি থাকত তার হাতের মুঠোয়। কোন শিক্ষককে ঘেরাও করা হবে, কার গাড়ি ভাঙচুর করা হবে, তা-ও হত ম্যাঙ্গোর ইশারাতেই।

শুধু তাই নয়, কালীঘাট মন্দির চত্বরে বাড়ি মনোজিৎ মিশ্রর প্রবল দাপট। তার দাপটে নাকি পাড়ার লোকও সিঁটিয়ে থাকেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১২ সালে প্রথমবার কলেজে ভর্তি হয়েছিল সে। এক বছরের মধ্যে কলেজে ছুরি মারার অভিযোগে থানায় অভিযোগ দায়ের হয় তার নামে। তারপর দীর্ঘ কয়েক বছর কলেজ যায়নি সে। এরপর ২০১৪ সালে তাকে ডিসকলেজিয়েট করে দেওয়া হয়। এদিকে এও জানা যাচ্ছে, প্রথম থেকেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ করত এই মনোজিৎ। ছিল ইউনিট প্রেসিডেন্টও। তারপর ২০১৭ সালে ফের সাউথ ক্যালকাটা ল’কলেজে ভর্তি হয় ম্যাঙ্গো। সে বছরই সিসিটিভি ভাঙচুরের ঘটনায় নাম জড়ায় তার। একাধিকবার সাসপেন্ডও করা হয় মনোজিৎকে। সূত্রের খবর, ওই কলেজের প্রয়াত প্রিন্সিপাল দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তারও করা হয় তাকে। ২০২১ সালে পাশ করলেও কলেজ ছেড়ে যায়নি। একাধিক ঝামেলা-গোলমালে নাম জড়িয়েছে তার। কলেজ এবং বাইরের একাধিক তরুণীকে উত্যক্ত করার অভিযোগও রয়েছে এই মনোজিতে নামে।

মনোজিতের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগে শিলমোহর দিয়েছেন কালীঘাট এলাকার তথা ৮৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর প্রবীর মুখোপাধ্যায়ের কথায়। প্রবীরবাবু স্পষ্ট জানান, এলাকায় নানা ঘটনায় দুর্নাম ছিল এই মনোজিতের।

মনোজিতের নামে নানা অভিযোগ নিয়ে এলাকার বাসিন্দারা বারবার এসেছেন তাঁর কাছে। এমনকী দলের নাম করেই ওই ‘গুণধর’ এলাকায় অনেক কুকাজ করেছেন দীর্ঘদিন থেকে। দলের নাম কাজে লাগিয়ে এলাকায় অনেক কাজ করেছে মনোজিত। এদিকে মনোজিতের সঙ্গে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে জইবও। এই জইব তপসিয়া এলাকার বাসিন্দা। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে কলেজে ভর্তি হয়। এরপর কলেজে ধীরে ধীরে ইউনিয়নে যোগ দেয়।

সহপাঠীরা জানান, জইব শান্ত স্বভাবের। তবে সহজেই প্রভাবিত হয়ে যায়। সহপাঠীদের ধারনা, ইউনিয়ন করতে গিয়েই মনোজিতের সঙ্গে তার দেখা হয় এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রমিত মুখোপাধ্যায়কেও। অন্য দুই অভিযুক্তের তুলনায় প্রমিত কলেজ রাজনীতিতে অতটা সক্রিয় নন। তবে সে ছাত্রদের একটি নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবার থেকে আসা প্রমিতকে তার বন্ধুরা ‘শান্ত প্রকৃতির ছেলে’ হিসেবেই চেনে। এই ঘটনার আগে তার কোনও অপরাধমূলক রেকর্ড ছিল না।

দোষ করে থাকলে শাস্তি দেওয়া হোক, জানালেন মনোজিতের বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘ছেলে দোষ করে থাকলে বা এই ঘটনায় কোনওভাবে যুক্ত থাকলে তাকে যেন শাস্তি দেওয়া হয়’, এমনটাই জানিয়েছেন মনোজিতের বাবা। পাশাপাশি তিনি এও জানান, ‘আমি প্রথমত ভারতীয়। তারপরে একজন বাবা। এই গোটা ব্যাপারটা এখন বিচারাধীন। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। আদালতের উপর আমাদের আস্থা আছে। ঘটনায় জড়িত থাকার প্রমাণ পেলে আমার ছেলেকেও কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত। কলকাতা পুলিশের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে।’ এরই রেশ টেনে মনোজিতের বাবা এও জানান, ‘মনোজিত যখন ওই কলেজে পড়ত আমি একবারই গিয়েছিলাম। সেটাও ভর্তির সময় একবারই। গ্রুপ পলিটিক্স হয়। এখান থেকে পাশ করার পর ছেলে কোর্টে প্র্যাকটিস করাও শুরু করে দেয়।’ সঙ্গে এও জানাতে ভোলেননি যে, কলেজের অনুষ্ঠানে মনোজিতকে আমন্ত্রণ জানানো হত। তবে এ নিয়েও ছিল নিজেদের গ্রুপের রেষারেষি। আর এখানেই তিনি জোর দিয়েছেন গ্রুপবাজির উপর। তবে মনোজিতের বাবা এও জানান, তাঁর আস্থা রয়েছে দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর। আর যেহেতু তদন্ত চলছে সেই কারণে বেশি কিছু বলতেও চাননি তিনি। তবে মনোজিত সম্পর্কে তিনি বলতে গিয়ে বলেন, ‘ছেলে তো ৫-৬ বছর ধরে আসে না। আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই সেই অর্থে। আমি আমার সার্মথ্য অনুযায়ী পড়াশোনা শিখিয়েছি। আমার অবস্থা দিন আনি দিন খাই। কী ঘটেছে আমি তো জানি না। আর আমি আইনি লড়াই লড়ব না। আমার সেই সামর্থ্য নেই। আমার দায়িত্ব আমি পালন করেছি।’

কসবা-কাণ্ডে গ্রেপ্তার হওয়া নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই, দাবি দাদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কসবা কাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার আইন কলেজের নিরাপত্তারক্ষী। ধৃতের নাম পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বয়স ৫৫ বছর। তাঁকে আটক করে রাতভর জিজ্ঞাসাবাদ করার পর, শনিবার সকালে পুলিশ পিনাকিকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনায় ধৃতের ভূমিকা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। প্রসঙ্গত, কসবার আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। পুলিশ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র-সহ তিনজনকে আগেই গ্রেপ্তার করেছে। নির্যাতিতার অভিযোগ পত্রে দাবি করেন, ইউনিয়ন রুম থেকে তিনি যখন বেরিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তখন কলেজের মেইন গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্যাতিতা অভিযোগ পত্রে আরও উল্লেখ করেছেন, ঘটনার সময় নিরাপত্তারক্ষীকে তাঁর ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। নিরাপত্তারক্ষী বিষয়টি জানলেও, তিনি তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেননি। সেই কারণে নির্যাতিতার বয়ানের ভিত্তিতে পুলিশ নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃত আইন কলেজের নিরাপত্তারক্ষী পিনাকি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি খড়দা পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের রামনাথ ঘোষ গার্ডেন রোডে। যদিও বাড়ির গেট বন্ধ। বন্ধ থাকা গ্রিলের গেটের ফাঁক দিয়ে ধৃতের দাদা বলেন, ঘটনার বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানা নেই। তাঁরা সংবাদমাধ্যম থেকেই জানতে পেরেছেন ভাই গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর দাবি, গত ৫-৬ বছর ধরে ভাইয়ের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এর বেশি কিছুই বলতে চাননি ধৃতের দাদা। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ সামাদ বলেন, পিনাকি এই পাড়ার ছেলে। উনি অবিবাহিত। মাঝেমধ্যে উনি বাড়িতে আসতেন। দু’একদিন থাকতেন, আবার কাজে চলে যেতেন। এই বাড়িতে ওনার বাবা-মা, দাদা-বউদি থাকেন। পিনাকি অন্য কোথাও থাকতেন কিনা, সেই বিষয়ে তাঁর কিছুই জানা নেই। আরেক বাসিন্দা মহাদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, পিনাকি তাঁর সঙ্গে কোনওদিন খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু শুনেছি উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, কসবা ল’কলেজের ঘটনা খুব নিন্দনীয়।

তৃণমূলের শহিদ দিবস পালনের দিনে পালটা কর্মসূচি সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

২৮ জুলাই ‘নবান্ন চলো’ অভিযানের জোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২১ জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবসের দিন, ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দেবেন; এটা বহু বছরের রাজনৈতিক প্রথা। কিন্তু এবার সেই সভা মঞ্চের কাছেই, শহিদ মিনারের পাদদেশে এক ভিন্ন ধরনের শহিদ দিবস পালন করবে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শনিবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে একথা ঘোষণা করলেন সংগঠনের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ। তাঁর কথায়, আমরা বাংলার মেধা ও শ্রমের শহিদ দিবস পালন করব। এই রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির কারণে যাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের তরফেই এই প্রতিবাদ।

শুধু ২১ জুলাই নয়, আরও বড় কর্মসূচি সংগঠিত হচ্ছে ২৮ জুলাই। ওই দিন ‘নবান্ন চলো’ অভিযানের ডাক দিয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। এই কর্মসূচিতে সামিল হবে রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের একাংশ, ডিএ-র

দাবিতে লড়াই করা কর্মচারী, চাকরি না পাওয়া যোগ্য শিক্ষক, চাকরিপ্রার্থী এবং বিভিন্ন পেশার বঞ্চিত মানুষজন।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের দাবি—

- রাজ্যে অন্তত ৬ লক্ষ সরকারি শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করতে হবে
- দুর্নীতির কারণে চাকরি না পাওয়া প্রার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
- যোগ্য অথচ চাকরি হারানো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনর্নিয়োগ
- শিক্ষা ক্ষেত্রে ১.৫ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ
- সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বকেয়া ডিএ মেটাতে হবে
- আরজি কর ও কসবার গণধর্ষণ কাণ্ডে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

সংগঠনের দাবি, এই লড়াই শুধু কর্মচারীদের নয়, এটি গোটা রাজ্যের মেধা, শ্রম ও ন্যায়ের লড়াই। তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২১ জুলাই শহিদ দিবস পালন করতে হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই শহিদ মিনার চত্বরে মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের শহিদ দিবসের কোনও সংঘাত নেই, বরং তাঁরা মনে করেন শাসকদলের দুর্নীতির জবাব হিসেবেই ‘মেধা ও শ্রমের শহিদ দিবস’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

ভাস্কর ঘোষ বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ১২টি মঞ্চ একত্রিত হয়েছে। আরও সংগঠন যুক্ত হচ্ছে। আমরা সমস্ত বঞ্চিত নাগরিককে এই আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।

কসবা ধর্ষণ-কাণ্ডে প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মতলা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন বিজেপি এফসি মোর্চার কর্মীরা। ছবি- অদিতি সাহা

কসবায় গণধর্ষণ-কাণ্ডে ভুয়ো তথ্য রটালে কড়া পদক্ষেপ, হুঁশিয়ারি কলকাতা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজে এক ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা হলে, কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে, এমন সতর্কবার্তা দিল কলকাতা পুলিশ। যাদবপুর ডিভিশনের ডিসিপি-র তরফে পুলিশের অফিসিয়াল এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে এই বিষয়ে আগাম সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে, দক্ষতা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে তদন্ত চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে গুজব না ছড়ানোর আবেদনও করা হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল’ কলেজে এক তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগ সামনে আসে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৫ জুন সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট থেকে রাত ১০টা ৫০ মিনিটের মধ্যে ওই কলেজ চত্বরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর বুধবার কসবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। পরদিনই তাঁকে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। একাধিক সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় যুক্তদের খুঁজে বের করতে তৎপরতা চলছে। কলকাতা পুলিশ স্পষ্ট করে দিয়েছে; তথ্য বিভ্রান্তি ছড়ানো হলে কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্তে রবিবার থেকে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তর বঙ্গোপসাগরের ভারত ও বাংলাদেশ সংলগ্ন উপকূলে নতুন করে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এটি নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্ত থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত অবস্থান করছে একটি অক্ষরেখাও। এটি উত্তর ঝাড়খণ্ড এবং গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গিয়েছে। এর প্রভাবেই ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে বঙ্গে। আর এই ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে থাকবে মেঘলা আকাশ। সঙ্গে হবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার হালকা ঝড়ো হাওয়াও। তবে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টি বেশি হবে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার এর মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর। একইসঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবার মেঘলা আকাশই থাকবে। সঙ্গে বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে রয়েছে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছে আলিপুর। বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। কোথাও কোথাও ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। এরপর সোমবার মূলত আকাশ মেঘলাই থাকবে। পাশাপাশি বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটাই বাড়বে। সোমবারের জন্য দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একইসঙ্গে কলকাতা হাওড়া উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং পুরুলিয়া জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বাকি বীরভূম মুর্শিদাবাদ নদিয়া জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ দুই এক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস বইতে পারে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির পরিমাণ বেশি থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি কয়েক প্রশ্ন সব জেলাতেই। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। রবিবার দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি ওপরের তিন জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। বাকি সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে বলেই জানিয়েছে আলিপুর।

ধর্মতলার পুরনো বাস স্ট্যান্ডের নয়া গন্তব্য সরছে কার্জন পার্কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রশস্ত হল এসপ্ল্যানেডের এল-২০ বাস স্ট্যান্ড ও অন্যান্য মিনিবাসের স্ট্যান্ড সরানোর প্রক্রিয়া। কারণ, মেট্রোর পার্পল লাইন স্টেশনের নির্মাণকাজ অব্যাহত রাখতে ভারতীয় সেনাবাহিনী কার্জন পার্ক এলাকা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডকে (আরভিএনএল) ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ফলে কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে পুরনো পরিচিত বাসস্ট্যান্ডের ঠিকানা এবার বদলানোর মুখে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, এসপ্ল্যানেড এলাকায় পার্পল লাইনের অন্যতম প্রধান ইন্টারচেঞ্জ স্টেশন তৈরির কাজ চললেও তা থমকে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সবুজ সংকেত না মেলায়। অবশেষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই অনুমোদন মেলায় আরভিএনএল এবং কলকাতা পুরসভার মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় তৈরি হয়েছে। সূত্রে খবর, প্রাথমিক চুক্তি অনুযায়ী, আরভিএনএল আগামী ৩০ বছরের জন্য সেনার জমি লিজে পাচ্ছে, যার বাৎসরিক ভাড়া ৩৭.৫ লক্ষ টাকা নির্ধারিত করা

হয়েছে। আপাতত যা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে কার্জন পার্ক এলাকায় একটি নতুন বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলা হবে। এখানেই এই বর্তমান বাসস্ট্যান্ডটিকে স্থানান্তরিত করা হবে। সঙ্গে জায়গা দেওয়া হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিনিবাস ও সরকারি বাসরুটকেও। এই নতুন লোকেশনটি এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের খুব কাছেই থাকায় যাত্রীদের চলাচলে বিশেষ অসুবিধা হবে না বলেই দাবি আরভিএনএল-এর। তবে একইসঙ্গে এটাও ঠিক পুরনো অভ্যাস ভেঙে নতুন রুট ও জায়গা মেনে নিতে কিছুটা সময় লাগবে, এমনটাই ধারনা বাসযাত্রীদের। এদিকে সেনাদের কাছ থেকে এই ছাড়পত্র মেলা প্রসঙ্গে আরভিএনএল -এর এক আধিকারিক জানান, ‘এসপ্ল্যানেড স্টেশনটি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জংশন, যেখানে তিনটি মেট্রো লাইন সংযুক্ত হবে বলেই ভবিষ্যত পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই এই স্টেশনকে সময়মতো চালু করতে হলে আশপাশের জমি ক্লিয়ারেন্স অত্যন্ত জরুরি।’ এদিকে আবার পরিবহণ কর্মী ও যাত্রীদের একাংশের ধারনা, কার্জন পার্ক এলাকা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক সভা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও জমায়েতের স্থান হয়ে ওঠে। ফলে এখানে একটি স্থায়ী বাসস্ট্যান্ড গড়ে তোলা হলে তার নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে।

সম্পাদকীয়

ধর্মীয়স্থান নিয়ে আরও সতর্ক ও সংবেদনশীল হতে হবে ইউনূস প্রশাসনকে

প্রতিবেশী বাংলাদেশের পরিস্থিতির উন্নতি তো দূর অস্ত, ক্রমশ আরও খারাপ হচ্ছে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কমার কোনও চিহ্ন নেই। শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি যেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক তা হল ধর্মবিশ্বাসে প্রতিনিয়ত আঘাত আসছে। যা নিয়ে বারবার সরব হয়েছে এপার বাংলার হিন্দুরা। আন্তর্জাতিক দুনিয়াও বারবার সতর্ক করেছে ইউনূস প্রশাসনকে। কিন্তু সে সব কানে তোলার কোনও প্রয়োজনই মনে করেনি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এর সর্বশেষ প্রমাণ--- ঢাকার দুর্গামন্দির। অভিযোগ, রীতিমতো বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ওই মন্দির। সেই ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ঘুরছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, শুধু মন্দির ভাঙা নয়, মন্দিরে থাকা বিগ্রহ ভেঙেচুরে পড়ে আছে মন্দির চত্বরে। যাতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে কিছু এলাকায়। ঘটনায় ইউনূস সরকারের ন্যাক্কারজনক ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেছে নয়াদিল্লি। আর তারপরই তড়িঘড়ি সাফাই দিতে নেমেছে ঢাকার অন্তর্বর্তী সরকার। দুর্গামন্দির ভাঙা নিয়ে তাঁদের দাবি, শুধু ওই মন্দির নয়, রেললাইনের ধারে বেআইনিভাবে তৈরি একাধিক কাঠামোই ভেঙে ফেলা হয়েছে। মন্দির ভাঙার আগে কাছের একটি নদীতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে নিয়ম মেনে। কিন্তু মহম্মদ ইউনূস সরকারের এ যুক্তি মানতে নারাজ অনেকেই। তাঁরা বলছেন, ঢাকার খিলখেত এলাকার দুর্গামন্দির আগে থেকেই ছিল। স্থানীয় হিন্দু বাসিন্দারা মন্দির ভাঙার প্রতিবাদ করলেও তাদের জোর করে সরিয়ে দেয় পুলিশ। পুলিশই বুলডোজার চালিয়ে মন্দির ও বিগ্রহ ভেঙেছে, এই অভিযোগে স্থানীয়রা অনড়। ইউনূস সরকারের দাবি, গত বছর দুর্গা পুজোর সময় স্থানীয় হিন্দুরা বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশ রেলের জমিতে ওই মণ্ডপ তৈরি করে। রেল তখন অনুমতি দিয়েছিল এই শর্তেই যে দুর্গাপুজো শেষ হলে, তারা মণ্ডপ খুলে ফেলবে। তবে পরে উদ্যোক্তারা মণ্ডপ খুলতে অস্বীকার করে এবং ওই মণ্ডপে মা কালীর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু সমস্যাটা হল ওখানে মন্দির ছিল কিনা। থাকলে কতদিন আগে ছিল, এসব প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয়। মূল বিষয়টি হল। যেভাবে যে কায়দায় মন্দির সরানো হচ্ছে, সেই ছবিটা কোনও মতেই বাঞ্ছিত নয়। এই রকম একটা বিষয় নিয়ে আরও সতর্ক ও সংবেদনশীল কেন হবে না। একটা প্রশাসন, সেই প্রশ্নই উঠছে। যার কোনও জবাব নেই ইউনূস প্রশাসনের কাছে।

শব্দবাণ-৩১৫

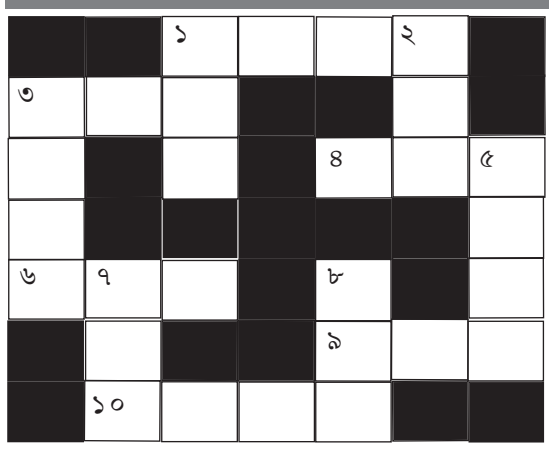

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ক্রমশ উন্নতি ৩. গ্রীষ্ম ৪. সংগীতের রাগবিশেষ ৬. চিহ্ন ৯. বুদ্ধিমান, চালাক ১০. অন্নজল।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ধারাবাহিক ২. চ্যাপটা হাঁড়িবিশেষ ৩. রঙ্গদিদি মিতিন প্রভৃতি — কুম্ভ কাঁখে হাস্যমুখে নিতে যায় জল ৫. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের নামবিশেষ ৭. রাত্রি ৮. একধরনের মোটা ও কারুকার্যযুক্ত বিছানার চাদর ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৪

পাশাপাশি: ২. এনট্রানস ৫. হার ৬. দিব্য ৭. শব ৮. চক্র ১০. মেলবন্ধন।

উপর-নীচ: ১. খান ২. একাদিক্রমে ৩. ট্রাম ৪. সহাবস্থান ৯. ভাব ১১. লতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

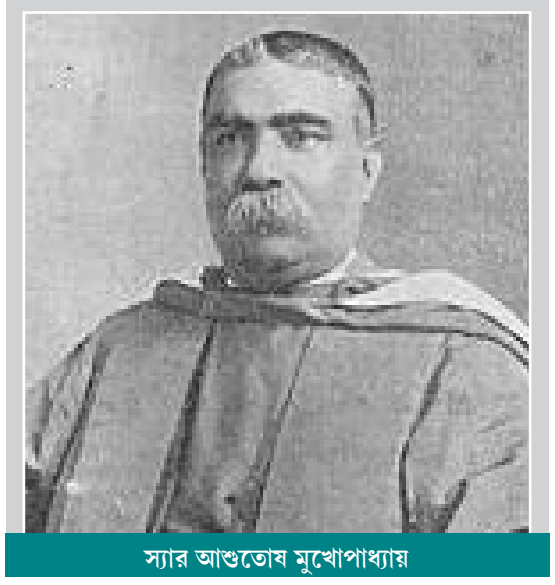

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৮৬৪ *বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৮৯৩ *বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের জন্মদিন।*
১৯৩৬ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর জন্মদিন।*

‘যুদ্ধবিরতি নয়, যুদ্ধ বন্ধ হোক!’

গৌতম সরকার

যুদ্ধবিরতি যদি না ঘটত, আর ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল কাউন্সিল যদি এই প্রণালী বন্ধের সম্মতি দিত তাহলে একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের চাপ ও রক্তচাপ দুইই রাতারাতি বেড়ে যেত। এই প্রণালী দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের সামগ্রিক চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ তেল, অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল ও বিপুল পরিমাণে তরুলীকৃত গ্যাসের পরিবহন ঘটে। গোল্ডম্যান স্যাক্সের দেওয়া তথ্য জানাচ্ছে, এই অবরোধ লাগু হলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেত। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় তেলের দাম বেড়েছিল প্রায় ৪৬ শতাংশ, একইভাবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করল তখন যুদ্ধের আবহে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১৩০ ডলারে পৌঁছেছিল। ইরান-ইজরায়েলের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের দশ দিন পর ‘ব্রেন্ট ক্রুড’ তেলের দাম ১১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলার। গোল্ডম্যান স্যাক্স তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, সংঘর্ষ বিরতি না ঘটলে, যুদ্ধ পরিস্থিতি যদি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে তাহলে খুব শীঘ্রই ব্রেন্ট ক্রুডের সাথে সাথে ডব্লিউটিআই এবং দুবাই ক্রুড, নাইমেক্স সবারই দাম বাড়বে।

‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’ হয়ে আছি! অবশেষে যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে দুই পক্ষ, আবার বাহাদুরির প্রধান দাবিদার এইমুহূর্তে পৃথিবীর স্বঘোষিত সুপ্রিম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডোনাল্ড ট্রাম্প। সে যাই হোক, এই আলোচনার বিষয়বস্তু ট্রাম্প নয়, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এই শান্তিকল্যাণ আদৌ স্থায়ী হবে কিনা! কারণ ইরান-ইজরায়েলের খেয়োখেয়ি তো আজকের নয়, আর যতবার ইরান ভূ-রাজনৈতিক সংঘর্ষের টার্গেট হয়েছে, ততবারই যে ইস্যুটি বারবার উঠে এসেছে সেটি হল ‘হরমুজ প্রণালী’। তাই স্বাভাবিক মনে প্রশ্ন জাগে, এই প্রণালী বন্ধ করে ইরান কতটা পাল্টা চাপ দিতে সক্ষম? তার সাথে এটাও বিবেচ্য ইরানের সেই সিদ্ধান্ত ব্যুমেরাং হয়ে তাদের নিজেদের জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনবে না তো?

হরমুজ প্রণালী হল বিশ্বের প্রধানতম জ্বালানি পরিবহন পথ। এই প্রণালীর উত্তর পার্শ্বে ইরান এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এই প্রণালীটি পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর এবং আরব সাগরের সাথে যুক্ত করেছে। ইরান ও ওমানের মধ্যে অবস্থিত এই চ্যানেলটির প্রবেশ ও প্রস্থান পথ ৫০ কিলোমিটার চওড়া। মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অংশটি মাত্র ৩৩ কিলোমিটার বিস্তৃত। তবে কেন্দ্রীয় ১০ কিলোমিটার অঞ্চল যেখান দিয়ে বড় বড় জাহাজগুলো যাতায়াত করে বেশ গভীর। সামুদ্রিক নেভিগেশন চার্টে একটা নিরাপদ ইনবাউন্ড লেন, নিরাপদ আউটবাউন্ড লেন, আর এই দুইয়ের মাঝে একটা বাফার জোন নির্ধারণ করা আছে যাতে ভারি ট্যাংকারগুলোর যাতায়াতে অসুবিধা না হয়। এই ট্যাংকারগুলো পারস্য উপসাগরে প্রবেশের সময়, ইরান ও আরব দেশগুলোর মধ্যেকার বিতর্কিত অঞ্চল-গ্রেটার ও লেসার তুম্ব দ্বীপপুঞ্জকে অতিক্রম করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি তথ্য প্রশাসন (ইআইএ) জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে দৈনিক ২ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের পরিবহন এই প্রণালী দিয়ে হয়েছে, যেটি ৬০ হাজার কোটি ডলারের সমতুল। ইআইএ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে হরমুজ প্রণালী দিয়ে আসা অপরিশোধিত এবং ঘনীভূত তেলের ৮৪ শতাংশ, এবং তরলীকৃত গ্যাসের ৮৩ শতাংশ গিয়েছিল এশিয়ার বিভিন্ন দেশে। ভারত, চিন এবং দক্ষিণ কোরিয়া এই তিন দেশই মোট আমদানির ৬৯ শতাংশ কিনে নেয়। তবে এই তেলের সরবরাহ শুধু ইরান থেকে আসেনা, হরমুজ খাঁড়ি ব্যবহার করে অন্যান্য উপসাগরীয় দেশ যেমন, ইরাক, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও আসে। তাই এই প্রণালী বন্ধ করে দিলে শুধু ইরানের নয়, তাদের বন্ধু দেশগুলোও ক্ষতির মুখে পড়বে। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, এই পশ্চিম ও মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) এক উল্লেখযোগ্য অংশে আসে তেল রফতানি থেকে। যেমন, হরমুজ প্রণালী দিয়ে সৌদি আরবের দৈনিক রফতানির পরিমাণ ৬০ লক্ষ ব্যারেল, ইরানের দৈনিক রফতানির পরিমাণ ১৭ লক্ষ ব্যারেল। ইরানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানিয়েছে, ২০২৫ সালে ইতিমধ্যেই ইরান ৬, ৭০০কোটি ডলার তেল রফতানি করেছে। অর্থনৈতিক ও নীতি বিশ্লেষকদের দাবি, এই প্রণালী বন্ধ করে দিলে বৈশ্বিক বাজারে সরাসরি প্রভাব পড়বে। যেকোনও দ্রব্যের জোগান হঠাৎ করে কমে গেলে দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। সবথেকে বড় কথা এর ফলে শেয়ার বাজারের অস্থিরতা সামগ্রিক অর্থনীতিকে বেসামাল করে তুলবে। এখানেই শেষ নয়, অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্র হল, তেলের দাম বাড়লে সব জিনিসের দাম বাড়বে, কারণ তেলকে বলা যায় ‘সর্বঘটের কাঁঠালি কলা’, যেকোনও উৎপাদনে তেলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকে। তাই তেলের দাম বৃদ্ধির অর্থ সব জিনিসের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি, স্বভাবতই এই বৃদ্ধি বর্ধিত ভোক্তা দামে প্রতিফলিত হয়।

অতীতেও বারবার ইরান এই প্রণালী বন্ধ করার হুমকি জারি করেছিল, কিন্তু কোনোবারই সেটা কার্যকর করেনি। এবারেও দেশটির পার্লামেন্ট হরমুজ প্রণালী বন্ধের পক্ষে রায় দিলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিষয়টি ছিল দেশের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পর্ষদের কোর্টে। ইরান খুব ভালোভাবেই জানে তাদের এই সিদ্ধান্ত নিজেদের অর্থনীতির জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘ইরান যদি হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয়, তবে সেটা তাদের অর্থনীতির জন্য আত্মহত্যার সামিল হবে।’ জ্বালানি বিশ্লেষক ভান্ডানা হ্যারি বিবিসি-কে বলেন, ‘হরমুজ প্রণালী বন্ধ করলে ইরানের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে।’ কারণ হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, এক, এই প্রণালী বন্ধ হলে ইরানের নিজের তেল রফতানিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুই, চিন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে তেহরানের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে। তিন, এই প্রণালী বন্ধ হলে ইরান এবং পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে সংঘাত আরও বৃদ্ধি পাবে, যার থেকে সামরিক সংঘাতের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই এই ছোট্ট খাঁড়ি বন্ধ হলে বিশ্ব বাণিজ্য ও রাজনীতিতে যে একটা বড় প্রভাব পড়ত সেব্যাপারে একমত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে নীতি প্রণায়ক ও অর্থনীতিবিদরা।

যুদ্ধবিরতি যদি না ঘটত, আর ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল কাউন্সিল যদি এই প্রণালী বন্ধের সম্মতি দিত তাহলে একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের চাপ ও রক্তচাপ দুইই রাতারাতি বেড়ে যেত। এই প্রণালী দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের সামগ্রিক চাহিদার এক-পঞ্চমাংশ তেল, অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ব্যারেল তেল ও বিপুল পরিমাণে তরুলীকৃত গ্যাসের পরিবহন ঘটে। গোল্ডম্যান স্যাক্সের দেওয়া তথ্য জানাচ্ছে, এই অবরোধ লাগু হলে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যেত। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় তেলের দাম বেড়েছিল প্রায় ৪৬ শতাংশ, একইভাবে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করল তখন যুদ্ধের আবহে তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ১৩০ ডলারে পৌঁছেছিল। ইরান-ইজরায়েলের সাম্প্রতিক সংঘর্ষের দশ দিন পর ‘ব্রেন্ট ক্রুড’ তেলের দাম ১১ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলার। গোল্ডম্যান স্যাক্স তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, সংঘর্ষ বিরতি না ঘটলে, যুদ্ধ পরিস্থিতি যদি আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে তাহলে খুব শীঘ্রই ব্রেন্ট ক্রুডের সাথে সাথে ডব্লিউটিআই এবং দুবাই ক্রুড, নাইমেক্স সবারই দাম বাড়বে।

যেকোনও ভূ-রাজনৈতিক সংঘর্ষে বিশ্বের সমস্ত দেশের সর্বস্তরের মানুষের স্বার্থ জড়িয়ে থাকে। আমেরিকার বোমারু বিমান ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার পর সোমবার রাতে ইরানও কাতার সহ আরও বেশ কয়েকটা মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায়। তারপরই মঙ্গলবার দুই পক্ষই এক ‘সম্পূর্ণ ও সর্বাত্মক’ যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে। বিশ্ববাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। তবে সমস্যা হল, অভিজ্ঞতা আমাদের ‘ঘরপোড়া গরু’ বানিয়ে রেখেছে, কিছুতেই টেনশন যায়না। তাই পশ্চিমাকাশে ‘সিঁদুরে মেঘ’-এর আভাস দেখলেই হইহই করে আতঙ্ক আবার ফিরে আসে।

মান-হুঁশ থেকেও মানবিকতা উধাও

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

উৎ-‘শব’। দেখলাম। তামান্না চলে গেলো। নয় বছর। থাকলে আরো নয় পরে ভোট দিত। এটা হলো না। কেন? আমরা জানি না। ভুল বললাম। জানি। তবে বলতে পারব না। একটা রহস্য। আমরা অনেকটা সয়ে গেছি। সবটা বুঝতে নেই, বয়ে গেছে। না, রাজনীতির কথা বলছি না। ওটা প্লাটফর্ম। ওই মাধ্যম ছাড়া এগোনোর আর কোনো উপায় নেই। যেমন পরীক্ষা ছাড়া আর কোনো মাধ্যম নেই মেধা মূল্যায়নের। আমি রাজনৈতিক বিশ্লেষক নই। আমি মনে করি না একটা অত্যন্ত নিন্দনীয় মর্মান্তিক মৃত্যু সমগ্র সিস্টেমটাকে ফেলে দিতে পারে বা ভুল হিসাবে দেখাতে পারে। এটা বুঝি স্রোতের বিরুদ্ধে গেলে স্মুথলি যাওয়া যায় না। সুতরাং একটা সিস্টেমে যেতে হয়। তাহলেই ভালোভাবে যাওয়া যায়। আমাদের ‘মান’ ‘হুশ’ আছে তবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তামান্নার মৃত্যু অনাকাঙ্খিত। ও রাজনীতির কি বোঝে? ও প্রতিবাদ কি বোঝে?ওর গায়ে সিপ্লন্টার লাগে বিজয় উৎসবে। তামান্না চলে যায়। হ্যাঁ, ও রাজনীতি বোঝে না। তবে কি সেই উৎসবে যারা নয় বছরের মৃত্যু ঘটালো তারা কি রাজনীতি বোঝে? প্রশ্নটা তো থেকেই যায়। ঘটনা শাসক বিরোধী সকলে নিন্দা করেছে। তার মানে তো আবারো দাঁড়ালো মানুষের মান হুশ ঠিকই আছে। তবে কি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মানুষের মনুষ্যত্ব জাগে। কিছুদিন আগে আমরা মহেশতলা দেখলাম। ফলের দোকান, তুলসী মঞ্চ নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। ভুল বললাম। জল ঘোলাও কম হয়নি। আমাদের রাজ্যে একটি সাধু প্রচেষ্টা আছে। অন্য অনেক রাজ্যেই সেটা নেই। মানে এই রাজ্যে একটা সম্প্রীতি আছে। মানে বিখ্যাত কবি নজরুলের হিন্দু মুসলমানের ভালোবাসার কথা আছে। সারা ভারতকে শিক্ষা দেয় আমাদের পশ্চিম বঙ্গ। শিক্ষাটা হলো এই যে আমরা ভালো আছি। আমরা মিলেমিশে আছি। এই চেষ্টাটা এই রাজ্যে আছে বলেই তো আমাদের সকলেরই অনেকটা মমতাময়ী মন। হ্যাঁ, সেই মনেই বাড়ছিল তামান্নার মন। তার ঘরে একটা জানালা আছে। সেখানে মাইন্ড ফ্রেশ হতো। সুযোগ পেলেই সে সেই জানালায় ছুটে গিয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখতো। সে খাতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা লিখতো। তার ঘরের দেওয়ালে কিছু ছবি কাট আউট করে টাঙানো আছে। তাতে যেমন আছে পুলিশের ছবি তেমন আছে মনীষীদের ও ছবি। সুতরাং বোঝা গেলো তার একটা বড় স্বপ্ন ছিল। কিন্তু সব শেষ। উৎসব ঘটালো উৎ- ‘শব ‘।

এ ঘটনা আমাদের রাজ্যে নয়, ঘটে চলেছে সারা ভারতেই। না, সারা ভারতে পায়চারি করতে যাবো না। বরং বলব ভোট পরবর্তী বা ভোট চলাকালীন কিম্বা আগে শিশু হত্যা বা খুন কেনো হয়? প্রশ্ন করবো কেনো প্রতি আঠারো ঘণ্টায় একজন শিশু হত্যা হয়! বলবো কেন বোম বাঁধতে গিয়ে শিশুর প্রাণ যাবে? আমরা তো আর কোনো সাইবাড়ির কথা তুলতে চাইছি না। আমরা তো সন্তানের রক্তে মাখা ভাত মায়ের মুখে তোলার কথা আর মনে রাখতে চাইছি না। না, কোনো বিপ্লব বলে তাকে চালানোর কথা বলছি না। আমরা তো ভুলতে পারি না মিস্টার মেহেতা নামক ওসির কথা। যাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। বান তলা,কামদুনি, হাঁস খালির কথা বেমালুম ভুলে যেতে চাই। ‘তবু কেনো এতো রক্ত?’

রবি ঠাকুরের রক্তকরবীর সেই প্রশ্ন আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও কেনো আজও সমাজে আঁচড়ে পড়ছে? আমাদের মনে প্রশ্ন আসবে না কেন ভোট পূর্ব ও পরবর্তী হিংসা এতো মারাত্বকভাবে প্রভাব পড়বে? মনে হবে না আমরা কেন হিংসার রাজনীতির বলি হবো? প্রশ্ন আসবে না আমার সুবিধার্থে আমার সহ নাগরিকের কেন এত প্রাণ যাবে? আমরা তেমন রাজনীতি করব কেন যেখানে হত্যা আমার ফেমাসিটি বাড়াবে? তুমি রাজনীতি কর। ক্ষতি নেই। তুমি তোমার সেরাটা জনসেবায় দাও। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন — নেতা আকাশ থেকে পড়ে না। কাজের মধ্যে দিয়ে নেতা তৈরি হয়। আপনি বলবেন যে বলে গেছে সে চলে। আপনি ভাববেন কথাটা ঠিক বাট...! না, কোনো কিন্তু নয়। কাজ করতে হবে। মানুষের জন্যে কাজ করতে হবে। তাতে থাকবে আন্তরিকতা। কোনো ধান্দাবাজি, কোনো স্বার্থ, কোনো লাভ কোনো লালসা থাকবে না। আমরা কি নেতা দেখিনি, আমরা কি আত্ম ত্যাগ দেখিনি,আমরা কি সংগ্রাম দেখিনি? আমরা কি বিপ্লব দেখিনি? আমরা সব দেখেছি। এ ভারত একদিনে তো স্বাধীন হয় নি। কত বলিদান, কত আত্মত্যাগ, কত রক্ত দিয়ে আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আর তাকে ভালো রাখার দায়িত্ব কার? নিশ্চয় আমার আপনার। আমরা কি পারছি সেই মর্যাদাকে অটুট রাখতে।

আমি রাজনীতির বাইরে নই। কেউ রাজনীতির বাইরে নয়। মুশকিলটা হলো যারা সক্রিয় রাজনীতি করে তাদেরকেই চোখে পড়ে আমাদের। কিন্তু আমদের ঘরের রাজনীতি থেকে আমাদের কি কোনো নিস্তার আছে? একই রক্তে কত রূপই তো আমরা দেখি। আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এই সিচুয়েশন আমাদের বাড়তে সাহায্য করে। আমরা পোক্ত হয়ে যায়। কিন্তু কি লাভ যেখানে সাময়িক সুবিধা থাকে। আমি আপনি তেমন সুবিধা না পেলে বা দিলে কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে? না, ক্ষতি হবে না। তবে আমাদের সাময়িক লাভ আমাদের মস্ত বড় ক্ষতি করে দেবে। আমি কোনো দল করি না। হতেই পারে। কিন্তু আমরা কোনো মতের নই হতে পারে না। আমি নিরপেক্ষ তা হতে পারি না। মানে আমাদের আমি কোনো পক্ষ নই এ কথা মোটেই বলা যাবে না। আসলে আমি বিশ্বাস করি কোনো না কোনো পক্ষ।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ভুলে যাই আমরা কেমন মান হুশ! আপনি চরম বিপদে পড়লে জানতে পারবেন আপনার প্রিয়জনের মনুষত্ব! সাহায্যের হাত আপনার অবধি পৌঁছাবে না। অথচ আপসোস করবে মারাত্বক। ভাবতে পারেন কেমন কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে আপনাকে জ্বালাবে। আর আপনি যদি জ্বলেন তবে আপনি পেয়ে যেতে পারেন অসামাজিক তকমা। ফলে মারাত্বক মন নিয়ে আপনাকে এগোতে হবে জীবনে। আপনি পারলে আপনি হবেন যথার্থ মানুষ। মানে আপনার থেকে প্রত্যাশা অনেক। তবে অনেক প্রশ্ন চলে আসে। আমাদের যদি প্রপার মনুষ্যত্ব থাকে তবে আমরা কেন প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি? না, বিপ্লবের কথা বলছি না। ওটা সবাই পারে না। সবার রক্তেও থাকে না। কিন্তু প্রতিবাদ তো থাকতে পারে। কিন্তু তা হয় কই? আমাদের বর্তমান মনুষত্ব সে কথা শেখায় না। আমরা সব দেখছি সব শুনছি কিন্তু কিছু করতে পারছি না। আমাদের কোথায় আটকাচ্ছে আমরা তাও বুঝতে পারছি না।

তাই কি আজকের দিনে কোনো দুর্ঘটনায় আমরা আর সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে পারছি না। তাই কি আমরা আঘাত করছি কত সহজে? আমাদের ভালবাসার জায়গাটা ক্রমেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা আর কাউকে সাহায্যের হাত বাড়াতে যেমন পারছি না তেমন কোনো মানুষের সব সময় পেছন থেকে সব সময় টেনে নামানোর চেষ্টা করছি। এই হয়েছে আমাদের অবস্থা! এর থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে হবে। আমরা কিভাবে আরও ভালোভাবে মানে মানবিকতার সঙ্গে সৎকাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারি সেটাই এখন দেখার। কি, মান হুশ নিয়ে সেটা কি করতে পারব না সহজে?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মাইক্রোফোনে শ্রমিকদের খবর পড়ে শোনান পশুপতি নাগ

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

মুখে মাইক্রোফোন হাতে খবরের কাগজ। অনর্গল খবর পড়ে শোনাচ্ছেন এক ব্যক্তি। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে তা মন দিয়ে শুনছেন প্রায় জনা যাটেক শ্রমিক। একদিন-দু'দিন নয় রোজ নিয়ম করে এরমই ছবি দেখা যায় বাঁকুড়া শহরের রবীন্দ্র সরণি এলাকার কো-অপারেটিভ বিড়ি খারখানায়। এই রেওয়াজ চলে আসছে কমবেশি প্রায় ৭০ বছর ধরে।

বাংলায় তখন একচ্ছত্র অধিপত্য বিস্তার করছে ব্রিটিশ সরকার সেই সময় গোড়াপত্তন হয় এই বিড়ি কারখানার। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে এই বিড়ি কারখানার নাম পালটে রাখা হয় বাঁকুড়া বিড়ি শিল্পী কো-অপারেটিভ সোসাইটি। যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর ভারতের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় শ্রমিকদের মধ্যে দেশ-বিদেশের খবর জানার একটা প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তাই শ্রমিকদের কাজের মাঝেই খবরের কাগজ তাঁদেরকে পড়ে শোনানোর বন্দোবস্ত করা হয়।

প্রথমে কারখানারই এক প্রবীণ শিল্পী এই কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যু পর কিছু দিন থেমে থাকে এই কাজ। শুরু হয় নতুন খবর পড়ার লোকের খোঁজ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সেই গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে ওই রবীন্দ্র সরণীর বাসিন্দা পশুপতি নাগের ওপর। সালটা ছিল ১৯৮২। সেই সময় পশুপতিবাবু ছিলেন কিশোর, তখন থেকেই শুরু হয় তাঁর এই কাজ। আজ ২০২৫-এ দাঁড়িয়েও যাটোর্ধ্ব প্রবীণ এই কাজ করে চলেছেন পশুপতি নাগ। ৪৩ বছর ধরে এই কাজে ব্রতী।

আজও ৩৬৫ দিন দুপুর একটা বাজলেই মুখে মাইক্রোফোন হাতে পেপার নিয়ে শুরু হয় তা পড়ার কাজ। অনেকে তাকে ভালোবেসে ডাকেন 'খবরওয়ালা' বলে। পেশায় গৃহশিক্ষক পশুপতি নাগ নিজে সংসার করেননি। বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধা মা ও অবিবাহিতা দুই বোন। গৃহ শিক্ষকতা করেই জীবিকা নির্বাহ করেন পশুপতিবাবু। সঙ্গে একঘণ্টাধরে শ্রমিকদের জন্য পেপার পড়ার কাজ। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে পশুপতিবাবুর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, খবর পড়া শেষ হলেই প্রত্যেকটি শ্রমিক তাঁর হাতে সাতটি করে বিড়ি তুলে দেন। সেই বিড়ি সেই কারখানাতে বিক্রি করেই ১০০ টাকার মতো পান, ওটাই ওনার পারিশ্রমিক।

শ্রমিকরা বলেন, 'আমাদের এই কাজের ফাঁকে খবরের চ্যানেল বা পেপার পড়ার সুযোগ পাই না। পশুপতিদা রোজ এসে আমাদের খবর পড়ে শোনান আমরা দেশ-দুনিয়ার খবর জানতে পারি। এতে আমরা উপকৃত হই।' যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে ততদিন তিনি এই কাজ করে যাবেন বলে জানালেন পশুপতিবাবু।

অবৈধ কুয়ো খাদানে কয়লা কাটতে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শুক্রবার গভীর রাতে কয়লাখাদানে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়া থানার অন্তর্গত নব সিয়ারসোল আমবাগান এলাকায়। মৃত্যু ব্যক্তিদের নাম সঞ্জিত বাউরি ও রবি কর্মকার। তাঁরা দু'জনেই বাড়ুলের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

শুক্রবার রাত দুটো নাগাদ ইসিএলের সাতগ্রাম এরিয়ার অন্তর্গত আমবাগানে অবৈধ কুয়ো খাদানে বেশ কিছু ব্যক্তি ঝালাই করতে উপস্থিত হন। যাঁর মধ্যে দু'জন নীচে নামতে গিয়ে গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। ঘটনায় তাঁদের সঙ্গে থাকা সঙ্গীরা খবর দেন এলাকায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে আসেন জামুড়িয়া থানার পুলিশ, দমকল বাহিনী ও সিআইএসএফ কর্মীরা। দেহ তুলতে দেরি হওয়ায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে মৃতর পরিবারের সদস্যরা। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দা পরমা গড়াই, পিনাকী লায়েকের দাবি, এলাকায় শিল্প নেই, কাজ নেই বেড়েছে দিনে দিনে বেকারের সংখ্যা। শিক্ষিত বেকার যুবকরা পেটের তাগিদে নানান অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। ঠিক সেরকমই বারুল গ্রামের দু'জন যুবক পেটের তাগিদে অবৈধ কয়লাখাদানে কাজ করতে যান। যদিও এই খাদানগুলি বেআইনে চালায় শাসকদলের এক শ্রেণির নেতা, একশ্রেণর পুলিশ আধিকারিকের সাহায্যে।

সাঁতরাগাছিতে নতুন মেমু ট্রেনের সূচনা

জমি সমস্যায় রেলপ্রকল্প থমকে, দাবি রেলমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাঁতরাগাছি ও পুরুলিয়া: জমি না-পাওয়ার জন্য বহু প্রকল্প আটকে আছে বলে শনিবার হাওড়ার সাঁতরাগাছি স্টেশনে আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনায় এসে দাবি করলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। পুরুলিয়া স্টেশন থেকে উদ্বোধন হল পুরুলিয়া-হাওড়া ভায়া মশাগ্রাম নতুন মেমু ট্রেনের। সাঁতরাগাছি রেল স্টেশন থেকে ভার্চুয়ালি এই ট্রেনের উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

ট্রেনের সূচনা অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী বলেন, ১৯৭২ থেকে ২০১৪; এই ৪২ বছরে কলকাতায় মেট্রো সম্প্রসারণ হয়েছে মাত্র ২৮ কিলোমিটার। আর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০১৪ থেকে ২০২৫; মাত্র ১১ বছরে কাজ এগিয়েছে ৪১ কিলোমিটার। তিনি জানান, আগে পশ্চিমবঙ্গ রেলের জন্য ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প পেত, এখন তা বেড়ে হয়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকা। তবে, রেল প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রেলমন্ত্রী বলেন,'যেখানে জমি পাওয়া গেছে, সেখানে দ্রুত কাজ হচ্ছে। কিন্তু জমি না-পাওয়ার জন্য বহু প্রকল্প আটকে আছে। চিংড়িঘাটায় মেট্রোর পিলার তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু ট্র্যাক বসানোর অনুমতি মেলেনি। বেলেঘাটাতেও একই সমস্যা। ২০২০ সাল থেকে কলকাতা মেট্রোর ৮০০ স্কোয়ার মিটারের প্রকল্প বকেয়া পড়ে আছে।'

তিনি আরও বলেন, 'মানুষকে পরিষেবা দিতে হলে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করতে হবে। তাই আমি রাজ্য সরকার ও উপস্থিত সাংসদ প্রসুন বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব, এই বার্তাগুলি যেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। রাজ্য যদি সহযোগিতা করে, তবে পশ্চিমবঙ্গে আইটি, রেল, শিক্ষা; সবক্ষেত্রেই বড় কাজ করা সম্ভব।' রেলমন্ত্রী জানান, বিষ্ণুপুর থেকে তারকেশ্বর লাইনে শুধু ২ কিমি জমির অভাবে কাজ আটকে আছে। একই অবস্থা চলছে নন্দীগ্রামেও। তাঁর কথায়, 'রাজ্য সরকার যদি রেলকে সহযোগিতা করে, তবে সাধারণ মানুষ অনেক সুবিধা পাবেন।'

দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এমন একটি ট্রেনের, যা পূরণ হল বলে জানান ডিআরএম। উচ্ছ্বসিত ছিলেন যাত্রীরা। এই ট্রেনটি পুরুলিয়া রেল স্টেশন থেকে ভোর চারটে নাগাদ ছাড়বে। আদ্রা, বাঁকুড়া, মশাগ্রাম হয়ে ট্রেনটি হাওড়া স্টেশনে পৌঁছবে সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ। পুনরায় ট্রেনটি হাওড়া স্টেশন থেকে বিকেল চারটে নাগাদ পুরুলিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।

উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং হাওড়ার তৃণমূল সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়া স্টেশনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, পুরুলিয়ার বিধায়ক সুদীপ মুখোপাধ্যায়। ছাড়াও বিশিষ্টজনরা। উপস্থিত ছিলেন আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম সুমিত নারুলা-সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা। এই ট্রেন পুরুলিয়া তথা জঙ্গলমহলের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের বহু স্টেশন এবং এই প্রথম হুগলি জেলার সঙ্গে সরাসরি রেল সংযোগ ঘটাবে।

গাড়িচালককে আটকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: এক চালককে তাঁর গাড়ি-সহ আটকে রেখে মারধর করার অভিযোগ উঠল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২নং ব্লকের অন্তর্গত নন্দুকা এলাকার মূলডি গ্রামে অবস্থিত বালমুকুন্দ এডভেস্টের কারখানার জিএমের বিরুদ্ধে। শনিবার এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলমত নির্বিশেষে এলাকার বাসিন্দারা ওই কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান। রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের তুলসিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গাড়ি চালক দোলগোবিন্দ মল্লিক শনিবার দুপুরে রঘুনাথপুর থানার পুলিশের কাছে বালমুকুন্দ এডভেস্টের কারখানার জিএম সঞ্জয় সিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁকে অশ্লীল ভাষায় জাতি তুলে গালাগালি ও মারধর করার অভিযোগ জানান।

অভিযোগকারী দোলগোবিন্দ মল্লিক জানান, 'শনিবার সকালে আমার গাড়ি ভাড়া করেছিল বালমুকুন্দ অ্যাডভেস্টের কারখানার জিএম সঞ্জয় সিং। সেইমতো আমি গাড়ি নিয়ে আসি। কিন্তু সময় পার হয়ে যাওয়ায় আমি সঞ্জয়বাবুকে জিজ্ঞেস করতে গেলে উনি অশ্লীল ভাষায় জাতি তুলে গালিগালাজ করে আমাকে মারধর করে ও গাড়ি আটকে রেখে দেয়। বিষয়টি এলাকার বাসিন্দাদের জানাতেই দলমত নির্বিশেষে এলাকার বাসিন্দারা উপস্থিত হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানাতেই আমার গাড়ি ছেড়ে দেয়। এরপরই আমি রঘুনাথপুর থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছি।'

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার বাসিন্দা তথা জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অসীম চ্যাটার্জি-সহ অন্যান্যরা ওই কারখানায় গিয়ে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অসীম বাবু বলেন, 'আমরা শিল্পবিরোধী নই।'

সারের কালোবাজারি ঠেকাতে দোকানে হানা কৃষি দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোতুলপুর: এবার সারের কালোবাজারি ঠেকাতে তৎপর হল বাঁকুড়ার কৃষি দপ্তর। দোকানে দোকানে হানা দিয়ে সারের দাম ও স্টক মিলিয়ে দেখলেন কৃষি আধিকারিকরা।

আমনের মরসুমে রাসায়নিক সারের কালোবাজারি কোনও নতুন ঘটনা নয়। অভিযোগ, ফি বছর আমনের মরসুম শুরু হলেই সারের কালোবাজারি শুরু হয় বাঁকুড়া জেলাজুড়ে। কোথাও রাসায়নিক সারের কৃত্রিম অভাব তৈরি করে গোপনে বেশি দামে শুরু হয় সার বিক্রি; কোথাও আবার ঘুরপথে বেশি দামে সার পৌঁছে দেওয়া হয় চাষির কাছে।

বাঁকুড়ার অন্যতম কৃষি প্রধান ব্লক কোতুলপুরে একের পর এক দোকানে হানা দিয়ে কৃষি আধিকারিকরা এব্যাপারে ব্যবসায়ীদের কড়া নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি মিলিয়ে দেখলেন সারের দাম ও মজুত থাকা সারের পরিমাণ। বাঁকুড়া উপকৃষি অধিকর্তা দেবকুমার সরকারের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর মহকুমা ও কোতুলপুর ব্লক কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা কোতুলপুরের দোকানগুলিতে হানা দেন। মরসুমে জুড়ে এই নজরদারি চলবে বলে জানিয়েছেন কৃষি আধিকারিকরা।

১১০ বছরের ঐতিহ্য 'ক্ষ্যাপা সাধুর রথ'

সুজিত ভট্টাচার্য, জামালপুর

রথের পরদিন পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দৃশ্যের সাক্ষী হয় সেলিমাবাদ গ্রাম। রথের দিন যেখানে বহু গ্রাম বা শহরে কেবলমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ দেখা যায়, সেখানে সেলিমাবাদে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনও দড়িতে টান দেন 'ক্ষ্যাপা সাধুর রথে'; উৎসবটি হয়ে ওঠে সকলের, একাত্ম মানবতার। এই রথযাত্রার রয়েছে ১১০ বছরের ঐতিহ্য।

লোকমুখে শোনা যায়, গ্রামের এক আধ্যাত্মিক চরিত্রের অধিকারী এক হিন্দু সাধুর স্মৃতিতে শুরু হয়েছিল এই রথযাত্রা। গ্রামের মানুষ আদর করে তাঁকে 'ক্ষ্যাপা ঠাকুর' নামে ডাকতেন। সেই স্মৃতি আজও বেঁচে রয়েছে এই রথের মাধ্যমে। সেলিমাবাদে হিন্দুদের সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও, রথযাত্রা উপলক্ষে গোটা গ্রামের মানুষ একসঙ্গে পরিকল্পনা করেন, আয়োজন সামলান এবং আনন্দে মেতে ওঠেন। গ্রামের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা যে ভাবে রথ টানেন, প্রসাদ বিতরণে সাহায্য করেন, ভক্তি সহকারে রথের পাশে থাকেন; তা দেখে সকলেই অভিভূত।

জামালপুর ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন, 'সেলিমাবাদ শুধু একটা গ্রাম নয়, এটা একটা বার্তা। আমরা ছোট থেকে দেখে এসেছি; এই রথে ধর্ম ভেদাভেদ বলে কিছু নেই। হিন্দু, মুসলমান সকলেই এই রথের জন্য অপেক্ষা করেন। দড়িতে টান দেওয়া মানে শুধু রথ টানা নয়, সেটা একটা বিশ্বাস টেনে নিয়ে যাওয়া; যেখানে সবাই মিলে থাকাই আসল।' গ্রামবাসী আব্দুল মাজিদ জানান, 'এই রথ আমাদের হৃদয়ের উৎসব। আমি ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি, আমার দাদু, বাবা; সবাই এই রথে অংশ নিতেন। আমিও দিই টান। এটা শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, এটা আমাদের সবার উৎসব।'

কাশেম আলির কথায় শোনা যায় আন্তরিকতার সুর; 'রথ এলে আমরা সেলিমাবাদবাসী সবাই এক হয়ে যাই। ধর্ম, জাত, কোনও কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আমরা আনন্দ করি, খুশি হই, রথ টানি। যে সম্প্রীতি আজ হারিয়ে যাচ্ছে, আমরা তা ধরে রেখেছি।' গ্রামে এই সময় বসে মেলাও। ছোট ছোট দোকান, পুতুল বাজনা, শিশুদের কোলাহল, একে অপরের বাড়িতে নিমন্ত্রণ;সব মিলিয়ে এক অপূর্ব চিত্র। মুসলিম পরিবারগুলো নিজেদের বাড়ির সামনে আলপনা এঁকে রাখেন, অতিথিদের চা-নিমকি দিয়ে আপ্যায়ন করেন।

এই পুরো দৃশ্যটা যেন বলে; 'মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নয়, মিলনই আসল উৎসব।' রথের চাকা ঘোরে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চাকা। ক্ষ্যাপা ঠাকুরের রথ যেন থেকে যায় যুগ যুগ ধরে, মানুষে মানুষে বন্ধনের প্রতীক হয়ে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নদীয়া নোয়াপাড়া শাখা

মনমোহিনী রোড, গ্রাম ও পোস্ট - নোয়াপাড়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৫৫

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার ০৭.১০.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেন... [illegible]

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

তারিখ: ২৬.০৬.২০২৫ | স্থান: নদীয়া নোয়াপাড়া | অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

দ্রষ্টব্য: সারফেইসি আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(৪) এর অধীনে জারি করা ২২.১০.২০২৪ তারিখের পূর্ববর্তী দখল নোটিশ কিছু প্রযুক্তিগত কারণে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হল।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া

সংশোধনী

গত ইংরাজি ২৬.০৬.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে (অ্যাকাউন্ট- শ্রী সঞ্জিৎ চৌধুরী) সংরক্ষিত মূল্য (ক) ১০,০০,০০০.০০ টাকা (দশ লক্ষ টাকা)... [illegible]

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

দাবি বিজ্ঞপ্তি

কল্যাণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ব্রাঞ্চ

বি-৮/৩৫ (সিএ), আইটিআই মোড়, ঘোষপাড়া, কল্যাণী, পোস্ট অফিস - কল্যাণী, জেলা - নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৩৫

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪ নং- ২) এর সেকশন ১৩(৩) ও ১৩(৮) এর সঙ্গে পঠিত ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

[illegible]

তারিখ: ২৯.০৬.২০২৫ | স্থান: কল্যাণী | অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

তারিখ: ২৪.০৬.২০২৫, স্থান: কলকাতা। | স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কলকাতার ল' কলেজে ছাত্রী ধর্ষণ, প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: খাস কলকাতায় কলেজের মধ্যেই ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল ভারতীয় জনতা পার্টি। শনিবার বিজেপির তরফে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পথ অবরোধ করা হয়। পাশাপাশি টায়ার জ্বালিয়েও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের তরফে। যতক্ষণ না দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত লাগাতার এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চলবে বলে সাফ জানানো হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে।

জানা গিয়েছে, এদিন বিজেপির তরফে বালুরঘাট শহরের হিলি মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করা হয়। পথ অবরোধের জেরে কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে যান চলাচল। অবরোধের ফলে আটকে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পথ অবরোধের পাশাপাশি টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে চেষ্টা করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। সেই সময় পুলিশের তারফে বাধা দেওয়া হয়। এরপর এই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। যদিও পরবর্তীতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান,'তৃণমূলের নেতাদের যে ভাষা, মা-বোনেদের নিয়ে যে ভাবে তাঁরা কথা বলেন, তাতে তাঁদের সময়কালে নারীদের যে নিরাপত্তা থাকবে না সেটা স্বাভাবিক। অনুব্রত মণ্ডল পুলিশ অফিসারের মা ও স্ত্রীর সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তাতে বাংলার নারীরা আজ নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। সকলেই আজ লজ্জিত! তৃণমূল যে ভাবে চলছে, তাতে দক্ষিণ দিনাজপুর-সহ গোটা রাজ্যে নারীদের ওপর অত্যাচারের প্রবণতা বাড়বে। একটি সরকারি ল' কলেজে কী ভাবে মেয়েটির ওপরে অত্যাচার চালানো হয়েছে। যতক্ষণ না এই ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, আমাদের লাগাতার আন্দোলন চলবে। কেননা আমরা দেখছি, অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা চলছে।' উল্লেখ্য, কসবায় সাউথ কলকাতা আইন কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। আরজি করের ঘটনার একবছর না-কাটতেই ফের কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই এবার ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার সামনে এসেছে। তারই প্রেক্ষিতে শনিবার পথে নামে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি। ভারতীয় জনতা পার্টি তরফে এদিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচি ও পথ অবরোধে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার, বালুরঘাট টাউন বিজেপির সভাপতি সমীর প্রসাদ দত্ত-সহ আরও অনেকে।

আদালতের নির্দেশে সদস্যপদ হারালেন তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: আদালতের নির্দেশে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যপদ হারালেন তৃণমূল প্রার্থী। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে খড়্গপুর-২ ব্লকের কালিয়াড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতির ৪ নম্বর আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন মানোয়ার আলি। তিনি জয়ীও হন। দল তাঁকে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষও করে। কিন্তু পঞ্চায়েত আইন না-মানায় আদালত তাঁর প্রার্থী পদ বাতিল করে দিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই আসনেই মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন কালিয়াড়া গ্রাম পঞ্চায়েতেরই বাসিন্দা সুশান্ত পাল। তৃণমূল তাঁকে দলীয় প্রতীক না-দেওয়ায় ব্লক রিটার্নিং অফিসারের কাছে তিনি মানোয়ারের মনোনয়নকে চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু তাতে কোনও কাজ না-হওয়ায় মেদিনীপুর জেলা আদালতের দ্বারস্থ হন। মানোয়ারের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে সুশান্ত অভিযোগ করেন, পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় ঠিকাদারি করলে সেখানে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন না। মানোয়ার আলি ঠিকাদারি করা সত্ত্বেও, কী ভাবে মনোনয়ন পেলেন? এই সমস্ত নথি দিয়ে মেদিনীপুর জেলা আদালতের সিভিল কোর্টে তিনি মামলা করেছিলেন। মেদিনীপুর আদালতের সেকেন্ড কোর্টের সিভিল জজ অর্পিতা হাজরা ওই আসনের নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেছেন।

সুশান্ত পালের আইনজীবী কুশল মিশ্র শনিবার জানান, পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী মানোয়ার আলি মিথ্যে তথ্য দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। আদালত তাই খড়্গপুর-২ ব্লকের কালিয়াড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আসনের নির্বাচন বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে। তৃণমূলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলেই বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়।

সুশান্ত পালের দাবি, তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই তিনি তৃণমূলে রয়েছেন। কংগ্রেস করার জন্য তাঁর বাবাকে খুনও হতে হয়েছিল। সে সময় যুব কংগ্রেস সভাপতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে। ২০১৩ সালের নির্বাচনে ওই পঞ্চায়েত সমিতি আসন থেকে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে দল তাঁকে আর টিকিট দেয়নি। ২০২৩ এর নির্বাচনে তাঁকে টিকিট না-দিয়ে মানোয়ার আলিকে দল টিকিট দিলে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন।

আদিবাসীদের নতুন প্রজন্মকে ধামসা-মাদলে উৎসাহী করতে চালু বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আদিবাসী সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধামসা-মাদল বাজানোর উৎসাহ বাড়াতে চালু হল বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত হোসেনপুর এলাকায় মঙ্গলপুর আদিবাসী চিত্তরঞ্জন পল্লি পাঠাগারে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করা হয়।

মূলত 'মান্দেরিয়া' গ্রুপের উদ্যোগে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সূচনা করা হয়। এদিনের এই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদিবাসী তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সন্তোষ হাঁসদা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্যা কল্পনা মুর্মু, অশোক কুজুর-সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ধামসা-মাদল। আদিবাসী সংস্কৃতিতে ধামসা মাদলের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ, অনেক আদিবাসী যুবক-যুবতী আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তাঁদের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। এর ফলে আদিবাসী সমাজের নতুন প্রজন্মের মধ্যে ধামসা-মাদল বাজানোর প্রবণতা কমছে। এর কারণ হিসেবে আধুনিকতা, শহরায়ন এবং সংস্কৃতির পরিবর্তনকে মনে করা হচ্ছে। তাই নতুন প্রজন্মের মাঝে এই ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবং নতুন প্রজন্মকে প্রশিক্ষিত করতে এই বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, আদিবাসীদের সমাজ গড়ে উঠেছে ধামসা-মাদল এগুলোকে কেন্দ্র করে। যুগের তালের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে হতে কোথায় যেন ধামসা-মাদল বাজানো ভুলে যাচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তাই নতুন প্রজন্মের মাঝে সেই ঐতিহ্যকে তুলে ধরার জন্য এই বিশেষ প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরা প্রতি রবিবার এখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।'

সিনেমার প্রচারে মাহেশে শ্রাবন্তী

বনস্পতি দে ● হুগলি

আগে কোনও দিন মাহেশে জগন্নাথ মন্দিরে আসেননি। এই প্রথমবার এলেন। তাও রথযাত্রার দিন। জগন্নাথ দর্শন সঙ্গে ভোগ খাওয়া হল একইসঙ্গে সিনেমার প্রচার, সবমিলিয়ে জমজমাট শ্রীরামপুর মাহেশ।

রথযাত্রার দিন মহেশ জগন্নাথ মন্দির রথের দড়িতে টানতে এলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। একই সঙ্গে পাত পেরে জগন্নাথ দেবের ভোগ খেলেন। জগন্নাথ দেবের ভোগ তাঁর কাছে অমৃত, এমনটাই জানিয়েছেন অভিনেত্রী নিজেই। দুর্গাপুজোয় মুক্তি পাচ্ছে তাঁর সিনেমা দেবী চৌধুরানি। সেই প্রচার ও সারলেন অভিনেত্রী জগন্নাথ মন্দিরে এসে রথের দিনে।

অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরানি আসছে পুজোর সময়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস অবলম্বনে এই সিনেমায় দেবী চৌধুরানির নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন শ্রাবন্তী। ভবানী ঠাকুর হচ্ছেন প্রসেনজিৎ। শ্রাবন্তী তাঁর সহ-অভিনেত্রী বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে শুক্রবার বিকেলে মাহেশ মন্দিরে আসেন।

অভিনেত্রী তাঁর ছবির প্রমোশনে বলেন, দেবী পক্ষে এবার দেবী চৌধুরানি। আর কয়েকদিন পর ট্রেলার বেরবে। এই ছবির জন্য আলদা করে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। দেবী চৌধুরানির চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেষ্টার কসুর করেননি বলে জানান। দর্শক সমালোচকদের ভালো লাগবে। এর আগে রবীন্দ্রনাথের লেখার ওপর অনেক সিরিয়াল করেছেন। তবে সাহিত্য নির্ভর ছবিতে এই প্রথম অভিনয় করছেন। তিনি অভিনেত্রী তাই কমার্শিয়াল বা সাহিত্য নির্ভর সিনেমা যাই হোক সেখানে মানিয়ে নিতে পারেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উসকে দিয়েছিলেন দেবী চৌধুরানি। ইতিহাস নির্ভর এই সাহিত্য থেকে বাংলা ছবি আগেও হয়েছে। তবে শ্রাবন্তীর দাবি, তাঁদের ছবি আলাদা।

বিপজ্জনক রাস্তায় বাঁশের সাঁকো তৈরি-যাতায়াত, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বর্ষার শুরুতেই রাস্তার কঙ্কালসার চেহারা। ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকার মানুষ। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আরামবাগ ব্লকের পাড়াবাগনানের শিবতলা এলাকার গ্রামীণ রাস্তার। গ্রামের মানুষ যাতায়াত করার জন্য রাস্তার ওপর বাঁশের সাঁকো তথা মাচা তৈরি করেছেন। মূলত ছোট নদী বা ছোট খালের ওপর যাতায়াত করার জন্য বাঁশের সাঁকো বা মাচা তৈরি করা হয়। কিন্তু মাটির রাস্তার এমন পরিস্থিতি যে, বাঁশের মাচা তৈরি করে যাতায়াত করতে হচ্ছে। আর এই বাঁশের মাচার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে পড়ে গিয়ে পা থেকে কোমড় ভাঙছে ওই এলাকার মানুষের। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা এক প্রকার ঘরবন্দি হয়ে রয়েছেন। কাদা রাস্তায় মাচা বিছিয়ে যাতায়াত। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে ব্লক প্রশাসন কি চোখ বুজে আছে।

অথচ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য থেকে শুরু করে শাসক দলের প্রতিনিধিরা বলছেন, সব জায়গায় জানানো হয়েছে। কিন্তু কেউ কোনও কাজ করছে না। ভোগান্তির মধ্যে আছে কয়েকশো মানুষ। বিরোধীদের দাবি, কেবলমাত্র কিছু বালির বস্তা দিয়ে পঞ্চায়েত ওন ফান্ড থেকে এখনই আপাতত চলার জন্যএই কাজটি করে দিতে পারত। স্থায়ী কাজ না-হয় পড়ে হবে। বারবার অনুরোধের সত্ত্বেও তাদের দায়িত্ববোধের অভাবে স্থানীয় মানুষ হতাশ। এই রাস্তা দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স, সাইকেল, মোটর বাইক যাতায়াত করতে পারছে না। এমনকি মাটির রাস্তার ওপর বাঁশের সাঁকো দিয়ে শিশু মহিলা, বয়স্ক লোকেরা হেঁটে যাতায়াত করতে পারছে না বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জ্যোৎস্নারা খাতুন জানান, 'পঞ্চায়েত থেকে এই রাস্তা তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই উচ্চ প্রশাসনে জানিয়েছি। আশা করি তাড়াতাড়ি কাজ হবে।' অপরদিকে আরামবাগ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিতা বাগ বলেন, 'বর্ষার জন্য কাজ আটকে আছে। তবে পথশ্রীতে ওই সব রাস্তা সংস্কারের জন্য আবেদন করা আছে। আশা করি দ্রুত কাজ হবে।' তবে বিজেপি নেতৃত্ব মাটির রাস্তার ওপর বাঁশের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত নিয়ে কটাক্ষ করে। বিজেপি নেতা সুশান্ত বেরা বলেন, 'সব যদি তৃণমূল নেতারা কাটমানি নিয়ে নেন, তা হলে রাস্তা হবে কি করে। বাঁশের সাঁকো তৈরি করে গ্রামের মানুষকে মাটির রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এটা খুব বেদনাদায়ক ঘটনা।'

রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থীর ভিড় মাহেশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দফায় দফায় বৃষ্টি ও ভ্যাপসা গরম উপেক্ষা করেই ভিড় আছড়ে পড়ল বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাহেশের রথে। সমস্ত আশঙ্কা উড়িয়ে শুক্রবার রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী ভিড় করেছিলেন মাহেশে। পুলিশ জানিয়েছে, রথযাত্রা উপলক্ষে মাহেশে প্রচুর লোকসমাগম হলেও, কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে রথযাত্রা।

শনিবার সকাল থেকেই গঙ্গাস্নান সেরে ভক্তরা দলে দলে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরে আসতে শুরু করেন। খোল, করতালের আওয়াজ এবং হরি বল ও জয় জগন্নাথ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণ। নির্ঘণ্ট মেনে বিকেল ৪টে নাগাদ জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে মন্দির থেকে বের করে এনে রথে তোলা হয়। খোল, করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তন করতে করতে ভক্তরা রথের চারপাশে পরিক্রমা করেন।

বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ শুরু হয় রথ টানা। তার আগে পর্যন্ত মাহেশের আকাশ ছিল মেঘলা। রথের রশিতে টান পড়তেই কাকতালীয় ভাবে মুহূর্তের মধ্যে মেঘ কেটে যায়। তা দেখে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠেন পুণ্যার্থীরা। মাহেশের ৬২৯ বছরের পুরনো জগন্নাথ মন্দির থেকে লাখো মানুষের ভিড় ঠেলে জিটি রোড ধরে মাসির বাড়ির দিকে ক্রমশ এগোতে থাকে রথ। জগন্নাথের দর্শন লাভের জন্য অনেক আগে থেকেই রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষা করছিলেন কাতারে কাতারে মানুষ।

ভিড়ের চাপে যাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য পুলিশ দড়ি দিয়ে ঘিরে ব্যারিকেড করে দিয়েছিল। মূল মন্দির থেকে মাসির বাড়ি পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। নজরদারির জন্য ওড়ানো হয় ড্রোন। মন্দিরে ঢোকার প্রবেশপথে বসানো হয়েছিল মেটাল ডিটেক্টর। ব্যাগপত্র পরীক্ষা করেই তবেই মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছিল সিসিটিভি। ওয়াচ টাওয়ার থেকেও নজরদারি চালিয়েছে পুলিশ। শেষমেষ সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ মাসির বাড়িতে রথ পৌঁছয়।

রথ উপলক্ষে মাহেশে বিশাল মেলা বসেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা লোকশিল্পীরাও পসরা সাজিয়ে বসেছেন। তাঁদেরই একজন নদিয়া থেকে মেলায় কাঠের পুতুল বিক্রি করতে আসা এক বক্তি জানালেন, বৃষ্টি না-হওয়ায় এবার মেলায় বেচাকেনা ভালোই হয়েছে। জগন্নাথ জিউ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক পিয়াল অধিকারী বলেন, প্রত্যাশা অনুযায়ী এবার রথে মাহেশে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়েছে। মন্দিরের প্রধান সেবায়েত সৌমেন অধিকারী বলেন, সকাল থেকেই প্রচুর ভক্ত এসেছিলেন। বেলা যত গড়িয়েছে, ততই মানুষের ভিড় উপচে পড়েছে। মাহেশের মতো না-হলেও গুপ্তিপাড়ার রথও বহু প্রাচীন। গুপ্তিপাড়ার রথ এবার ২৮৬ বছরে পা দিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অসীম মাজি, গুপ্তিপাড়ার প্রাক্তন উপপ্রধান বিশ্বজিৎ নাগ প্রমখ। ১৭৪০ সালে গুপ্তিপাড়ার রথের প্রচলন করেন মধুসূদানন্দ।

পুরী থেকে বার্তা বয়ে আনে নীলকণ্ঠ পাখি, প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে চলে মাহেশের রথের আচার-অনুষ্ঠান। এই রথকে বলা হয় বৃন্দাবন জিউয়ের রথ। রথের দিন এখানে ভাণ্ডারা লুঠ হয়। তাতে অংশ নেন গ্রামবাসীরা। চণ্ডীতলার মুখোপাধ্যায় বাড়ির রথ ১৭৫ বছরে পড়ল। এর অন্যতম উদ্যোক্তা সুবীর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই রথকে ঘিরে মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগ রয়েছে। রথের সময় থেকেই গ্রামে দুর্গাপুজোর তোড়জোর শুরু হয়ে যায়।' মাহেশে উপস্থিত ছিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক সুদীপ্ত রায়, শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী শাহ, জেলাশাসক মুক্তা আর্য, শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শম্ভুদীপ সরকার এবং পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি।

ডেপুটেশন ঘিরে উত্তেজনা, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা, পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবদন, কাঁকসা: একগুচ্ছ দাবিতে কাঁকসা থানায় শনিবার ডেপুটেশন দিতে গিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা এবং মূল গেট ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ঘটনাকে ঘিরে শনিবার দুপুরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় কাঁকসা থানা চত্বরে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট ফোর্স, কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল, কাঁকসার আইসি, প্রসূন খাঁ সহ, বুদবুদ এবং দুর্গাপুর থানার পুলিশ-সহ বিভিন্ন থানার আধিকারিকরা।

ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের সদস্যদের অভিযোগ, আদিবাসীদের মধ্যে কিছু লোক তাঁদের সংগঠন ও পতাকা ব্যবহার করে চলেছে। তাঁদের চিহ্নের প্যাড ও পতাকা ব্যবহার করে নানান জায়গায় আন্দোলন করার পাশাপাশি তাঁরা আদিবাসীদের ভুল পথে চালিত করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। এর প্রতিবাদে তাঁরা বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই তাঁরা এবার থানা ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছেন।

এদিন তীর, ধনুক-সহ নানান অস্ত্র হাতে কাঁকসার মিনি বাজার থেকে কয়েকশো আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মিছিল করে এসে কাঁকসা থানার ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। এর পরেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। বিক্ষোভকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের ব্যারিকেড ও লোহার মূল গেট ভাঙার চেষ্টা করলে মুহূর্তের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে থানার ভিতরে প্রবেশ করার দাবি করেন বিক্ষোভকারীরা। কয়েক ঘণ্টা কাঁকসা থানার গেটে বিক্ষোভ দেখানোর পর অবশেষে আদিবাসী মহিলাদের কাঁকসা থানার ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। পরে কাঁকসা থানায় একটি ডেপুটেশন জমা দেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। এদিন দীর্ঘক্ষণ কাঁকসা থানায় কাঁকসার এসিপি ও আইসির সঙ্গে আলোচনা করার পর কাঁকসা থানার পক্ষ তাঁদের আশ্বাস দেওয়া হলে বিক্ষোভ উঠিয়ে নেন বিক্ষোভকারীরা।

কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, আদিবাসীদের একটি দল গত ১৭ তারিখ কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে একটি ডেপুটেশন দেয়। সেই ডেপুটেশনে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের লোগো ও পতাকা এই সমস্ত ব্যবহার করেছে বলে এদিনের বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন। তাঁরা দাবি করেছেন, এই আদিবাসী সংগঠনটি বহু পুরনো। কিছু অসাধু মানুষ তাদের সংগঠনের সিম্বল ব্যবহার করছে। এই বিষয়ে তারা উচ্চ আদালতেও গিয়েছিল। সেখানে তাদের গাইডলাইন মেনে নথি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেটা তারা করছে। যদিও এদিন ডেপুটেশন শেষে বিক্ষোভকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ফের যদি এই ধরনের কাজ হয়, তবে আগামী দিনে তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

মতুয়াদের ডঙ্কার ধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র, পুষ্পবৃষ্টিতে স্বাগত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মানুষদের জন্য নতুন রেললাইনে নতুন ট্রেন চালু করল রেল মন্ত্রক। বাঁকুড়া মশাগ্রাম বিডিআর ট্রেন বহু পুরনো বহু ইতিহাসের সাক্ষী।

তৎকালীন সময়ে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই লাইনের সূচনা করেছিলেন বর্তমান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই লাইনেই নতুন মাত্রা যোগ করলেন রেল মন্ত্রী। শনিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব সাঁতরাগাছি স্টেশন থেকে পুরুলিয়া হাওড়া ভায়া বাঁকুড়া মশাগ্রাম হয়ে একটি নতুন মেমু ট্রেনের সূচনা করেন। শনিবার দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে পুরুলিয়া স্টেশন থেকে হাওড়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনটি রওনা দেয়। সোনামুখী স্টেশনে ঢোকার মুহূর্তে হাজারো মানুষ ভিড় জমান নতুন ট্রেনকে স্বাগত জানানোর জন্য। মতুয়াদের ডঙ্কার ধ্বনিতে মুখরিত হয় চারিদিক। বিভিন্ন বাধ্য যন্ত্রে আনন্দ উৎসাহে নৃত্য করতে থাকেন মানুষ। ট্রেন ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্পবৃষ্টিতে ঢেকে যায় নতুন ট্রেন। ট্রেনের চালকদের পুষ্পস্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

কারণ পূর্ব বাঁকুড়া বেলিয়াতোড় সোনামুখী ইন্দাস পাত্রসায়ের এই এলাকার মানুষজনের কলকাতা যেতে গেলে কালঘাম ছুটে সাধারণ মানুষের। অনেক ক্ষেত্রে কলকাতা গেলে একদিনে ফিরে আসা সম্ভব হয় না। বর্ধমান হয়ে ঘুরপথে কলকাতা যেতে হয়। সময়ও লাগে অনেক। এবার এক ট্রেনেই কলকাতা যেতে পারবে এই এলাকার মানুষজন। কাজ সেরে পুনরায় সেই দিনেই ফিরে আসা সম্ভব হবে। বলাই চলে পূর্ব বাঁকুড়ার মানুষজনের কাছে কলকাতা এখন হাতের মুঠোয়।

নতুন ট্রেন চালু

শুক্রবার দিঘার ভবার হরবোলা মন্দির ও আশ্রমের উদ্যোগে রথযাত্রা এই রথের আরোহী মন্দিরের কর্ণধার আচার্য ড. গোপাল ক্ষেত্রী মহারাজের পাশে পদ্মশ্রী কাজি মাসুম আখতার।

হাসপাতালের ভিতরে নার্সকে কুপিয়ে খুন

ভোপাল, ২৮ জুন: মধ্যপ্রদেশে হাসপাতালের ভিতরেই কর্তব্যরত নার্সকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। শুক্রবার বিকেলে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম সন্ধ্যা চৌধুরি। তিনি দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। স্কুলের পর সন্ধ্যায় ওই হাসপাতালে ট্রেনি নার্স হিসেবে কাজ করতেন সন্ধ্যা। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের জানিয়েছে, এমার্জেন্সি ওয়ার্ডের বাইরে এক যুবকের সঙ্গে তার বচসা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পরই ওই যুবক পকেট থেকে একটি ধারাল ছুরি বার করে তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন সন্ধ্যা। এরপরই সেখান থেকে চম্পট দেয় আততায়ী। সন্ধ্যার চিৎকার শুনে সেখানে ছুটে আসেন আরও লোকজন। তড়িঘড়ি তাঁকে ওই হাসপাতালেই ভর্তি করানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতয়ালি থানার পুলিশ। আততায়ীর খোঁজে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তল্লাশি। তবে ভর্তির কিছুক্ষণ পর হাসপাতালেই সন্ধ্যার মৃত্যু হয়ে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু কী কারণে যুবতীকে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে হামলাকারীকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।'

ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পণ ৮ মহিলা-সহ ১৩ মাওবাদীর

রায়পুর, ২৮ জুন: মাওবাদীদের উদ্দেশে অস্ত্র ছাড়ার আহ্বানে ফের সাফল্য মিলল ছত্তিশগড়ে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বস্তার ডিভিশনের বিজাপুর জেলায় আত্মসমর্পণ করলেন আট মহিলা-সহ ১৩ জন মাওবাদী। যাঁদের মোট মাথার দাম ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

প্রসঙ্গত, মাওবাদীদের অস্ত্র ত্যাগ করাতে 'নকশাল আত্মসমর্পণ এবং আক্রান্তদের পুনর্বাসন নীতি ২০২৫'-এ বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে ছত্তিশগড় সরকার। যেখানে আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসন, চাকরি, আর্থিক পুরস্কার এবং আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হয়। মাওবাদী নেতাদের পদ অনুযায়ী সুবিধা প্রদান করা হয় নয়া পুনর্বাসন নীতিতে।

ছত্তিশগড়-সহ বিভিন্ন রাজ্যে লাগাতার চলতে থাকা অভিযানের মাঝে এত বড় সংখ্যায় আত্মসমর্পণ পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষীদের বড় সাফল্য হিসাবেই দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন অস্ত্র সমেত তারা নিরাপত্তারক্ষীদের সামনে আত্মসমর্পণ করে। তারা জানায়, 'নৃশংস' এবং 'আমানবিক' মাও আদর্শের প্রতি হতাশ এবং বিরক্ত হয়েই এই সিদ্ধান্ত।

প্রশাসনের তরফে জানা গিয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের মধ্যে দু'জনের মাথার দাম ছিল ৫ এবং ৮ লক্ষ টাকা করে। তারা হলেন কোসা ওয়াম ওরফে রাজেন্দ্র ওরফে মহেশ (২৯) এবং কোসি পোডিয়াম (২৭)। পাশাপাশি, আরও সাত মাওবাদী নেতার মাথার দাম ছিল ১ লক্ষ টাকা করে। সব মিলিয়ে ১৩ জন মাওবাদীর মাথার দাম ছিল মোট ৩০ লক্ষ টাকা। প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য-সহ মাওবাদী পুনর্বাসন নীতি মেনে চাকরি এবং আরও নানান সাহায্য করা হবে।

হড়পা বানে তলিয়ে গেল ১৮ জন

ইসলামাবাদ, ২৮ জুন: বেড়াতে এসে হড়পা বানে তলিয়ে গেলেন একই পরিবারের ১৮ জন সদস্য। এদের মধ্যে ৯ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। হড়পা বানের জেরে ওই অঞ্চলে আটকে পড়েছেন আরও ৭৩ জন পর্যটক। যাঁদের উদ্ধার করতে মাঠে নেমেছে প্রশাসন।

জানা গিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে পাখতুনখোয়া অঞ্চলে। শুক্রবার সোয়াত নদীর অল্পজলে ভিড় জমিয়েছিলেন পর্যটকরা। তখনই হড়পা বান আসে। মুহূর্তের মধ্যে ভেসে যায় নদী ও তিরবর্তী অঞ্চল। সেই ঘটনার হাড়হিম করা এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, প্রবল স্রোতের মাঝে এক ছোট্ট ভূমিখন্ডের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন ৭-৮ জন। তাদের মধ্যে রয়েছেন মহিলা ও শিশু।

ভোটার যাচাইয়ের বিশেষ অভিযান

বিহারে ফর্ম বিতরণে নেমেছে নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: ভারতের সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন; এই মর্মে নির্বাচন কমিশন মনে করিয়ে দিয়ে জানিয়েছে, সকল নাগরিক, রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচন কমিশন নিজেও সংবিধান অনুসরণ করেই কাজ করে চলেছে। সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিক, যাঁদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি এবং যাঁরা সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের 'সাধারণ বাসিন্দা'; তাঁরাই ভোটার হওয়ার যোগ্য।

এই নির্দেশিকাকে সামনে রেখে বিহারজুড়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের 'বিশেষ নিবিড় পুনর্মূল্যায়ন'। কমিশনের দাবি, সব স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই প্রক্রিয়া সফলভাবে চলছে।

নির্বাচন কমিশনের কাছে বর্তমানে ৭৭,৮৯৫ জন বুথ লেভেল অফিসার রয়েছে। নতুন ভোটকেন্দ্রগুলির জন্য আরও ২০, ৬০৩ বিএলও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, প্রবীণ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, দরিদ্র ও অন্যান্য অসহায় শ্রেণির প্রকৃত ভোটারদের সহায়তায় যুক্ত হচ্ছেন এক লক্ষেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক।

কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জাতীয় ও রাজ্যস্তরের স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলি ইতিমধ্যেই ১,৫৪,৯৭৭ জন বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করেছে। চাইলে তারা আরও নিয়োগ করতে পারবে। এই মুহূর্তে বিহারের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৭,৮৯, ৬৯,৮৪৪ জন ভোটারের মধ্যে নতুন এনুমারেশন ফর্ম ছাপা ও বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। অনলাইনেও এই ফর্ম পূরণ ও জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু হয়ে গিয়েছে এবং তাতে ইতিবাচক সাড়া মিলছে।

এর মধ্যে ৪.৯৬ কোটি ভোটারের নাম আগে থেকেই ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত 'ইলেকটোরাল রোল'-এ ছিল। তাঁদের শুধুমাত্র তথ্য যাচাই করে ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে বলা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, বিহারের সব ডিভিশনাল কমিশনার ও জেলা শাসকরা তাঁদের এলাকায় সমস্ত বিএলও-দের পূর্ণ সময় এই অভিযানে নিযুক্ত করেছেন। একইসঙ্গে, ভোটারদের সচেতন করতে ৫,৭৪,০৭,০২২টি রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠানো হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সূচি মেনেই বিহারে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের বিশেষ এই অভিযান সফলভাবে এগোচ্ছে।

পাকিস্তানে সেনা কনভয়ে আত্মঘাতী হামলায় নিহত ১৬ জওয়ান

ইসলামাবাদ, ২৮ জুন: ফের ফিঁদায়ে হামলা পাকিস্তানে। বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে আত্মঘাতী জঙ্গি ধাক্কা মারে সেনা কনভয়ে। বিস্ফোরণে প্রাণ হারান ১৬ জন জওয়ান। সাধারণ বাসিন্দা-সহ আহত ২৯। এএফপি সূত্রে খবর, শনিবার খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলায় এই হামলাটি হয়েছে। এই হামলার দায় স্বীকার করেছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) শাখা সংগঠন হাফিজ গুল বাহাদুর।

এক মাসের ব্যবধানে একই কায়দায় দ্বিতীয়বার পাক সেনার উপর চলল হামলা। শেষবার হামলার দায় স্বীকার করেছিল বালোচ লিবারেশন আর্মি। এবার শিকার করল পাকিস্তানের অন্দরে গড়ে ওঠা পাক তালিবানরা। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, এটি ফিঁদায়ে হামলা। বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে সেনা কনভয়ে ধাক্কা মারা হয়। প্রথমে ১৩ জন জওয়ানের মৃত্যুর খবর মিললেও মৃত বেড়ে এখন ১৬ হয়েছে। বিস্ফোরণের তীব্রতায় দুটি বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়েছে। সেখানে ৬টি শিশু আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যে এলাকায় এই কনভয়টি যাচ্ছিল, তা তুলনামূলক জনবহুল। তাই বিস্ফোরণ তীব্রতায় প্রাণ যায় বহু স্থানীয়র। আফগানিস্তানে তালিবানরা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই খাইবার পাখতুনকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিতে ওই এলাকায় ক্রমাগত তাদের প্রশাসন ও সেনাকে চাপে রেখেছে তারা। পাকিস্তানের অন্দরে বেড়েছে তালিবানি সন্ত্রাসীদের প্রকোপ।

ময়দান

উইম্বলডন শুরু ৩০ জুন, পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি

নাম প্রত্যাহার হুবার্ট হুরকাজের

লন্ডন, ২৮ জুন: উইম্বলডন শুরু ৩০ জুন, চলবে ১৩ জুলাই পর্যন্ত। উইম্বলডন এই বছর তার মোট পুরস্কারের অর্থ ৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে রেকর্ড ৫৩.৫ মিলিয়ন পাউন্ড করেছে।

একক চ্যাম্পিয়নরা প্রত্যেকে তিন মিলিয়ন পাউন্ড পাবে, যা সমস্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং কার্লোস আলকারাজ এবং বারবারা ক্রেজসিকোভা গত বছর যা জিতেছিলেন, তার থেকে পুরস্কার মূল্য ১১.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম রাউন্ডে ছিটকে পড়া একক খেলোয়াড়রা ৬৬,০০০ পাউন্ড পাবে, যা গত বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বৃদ্ধি। ডবলস প্রাইজমানিও ৪.৪ শতাংশ, মিক্সড ডাবলস ৪.৩ শতাংশ এবং হুইলচেয়ার এবং কোয়াড হুইলচেয়ার ইভেন্টের জন্য ৫.৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উইম্বলডনের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো, বিশ্বের অন্যান্য টুর্নামেন্টে প্রচলিত ইলেকট্রনিক লাইন কলিং সিস্টেমের সময় ঐতিহ্যবাহী লাইন বিচারকরা উপস্থিত থাকবেন না।

এদিকে, অস্ত্রোপচারের পর সেরে না-ওঠায় পোল্যান্ডের হুবার্ট হুরকাজ উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন।শুক্রবার জানিয়েছেন বিশ্বের প্রাক্তন ৬ নম্বর খেলোয়াড়। এই মাসের শুরুতে পিঠের নিচের অংশের আঘাতের কারণে লিবেমা ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করার পর থেকে হুরকাজ আর খেলেননি। প্রথম রাউন্ডের জয়ের পর তাঁকে দু'টি মেডিক্যাল টাইমআউট নিতে হয়েছিল এবং পরে তিনি নাম প্রত্যাহার করে নেন।

গত বছর উইম্বলডনে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পর হুরকাজ তার ডান হাঁটুতে মেনিস্কাস অস্ত্রোপচারও করেছিলেন, যেখানে তিনি সপ্তম বাছাই ছিলেন, যার ফলে তাকে অলিম্পিকও বাদ দিতে হয়েছিল। হুরকাজ এক বিবৃতিতে বলেছেন 'আমার দলের সঙ্গে একসঙ্গে, আমি এই বছরের উইম্বলডন থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি', প্রস্তুতির সময়, আমার শরীর প্রতিক্রিয়া দেখায় - সাইনোভিয়াল মেমব্রেনের জ্বালা - যা আমার অস্ত্রোপচার থেকে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার অংশ। এর বিশ্রাম এবং চিকিৎসা প্রয়োজন, এবং আমার শরীরের কথা শুনতে হবে।'

শুক্রবার উইম্বলডনের ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সোমবার থেকে শুরু হওয়া গ্রাসকোর্ট গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রথম রাউন্ডে হুরকাজ ব্রিটিশ বিলি হ্যারিসের মুখোমুখি হওয়ার কথা।

উজচেস কাপ মাস্টার্স ২০২৫ জিতেছেন প্রজ্ঞানন্দ, লাইভ রেটিংয়ে শীর্ষে ভারতীয়

তাসখন্দ, ২৮ জুন: শুক্রবার উজবেকিস্তানের তাসখন্দে উজচেস কাপ মাস্টার্স ২০২৫ জেতার পর জিএমআর প্রজ্ঞানন্দ লাইভ রেটিংয়ে শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় হয়েছেন।

রাউন্ড-রবিন পর্বের পর ৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রজ্ঞানন্দ ঘরের ফেভারিট নোদিরবেক আবদুসাত্তোরভ এবং জাভোখির সিন্দারভের সাথে সমান ছিলেন। প্রথম রাউন্ডের টাইব্রেকের পর, একটি ডাবল রাউন্ড-রবিন ব্লিটজ টুর্নামেন্ট, তিন খেলোয়াড়েরই দুটি পয়েন্ট ছিল। তবে, দ্বিতীয়

রাউন্ডে দুই উজবেকিস্তানের গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নেন এই ভারতীয়।

২৭৭৮.৩ লাইভ এল রেটিং-সহ প্রজ্ঞানান্দ তিন ধাপ এগিয়ে স্বদেশি এবং বর্তমান ধ্রুপদী দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডি. গুকেশকে (২৭৭৬.৬) পেছনে ফেলে শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় এবং বিশ্বের ৪ নম্বরে স্থান করে নিয়েছেন। টাটা স্টিল দাবা টুর্নামেন্ট এবং গ্র্যান্ড দাবা ট্যুর সুপারবেট ক্লাসিক রোমানিয়া জয়ের পর এটি প্রজ্ঞানন্দর বছরের তৃতীয় শিরোপা। এই মাসের শুরুতে, তিনি স্টেপান অবজ্ঞান মেমোরিয়ালে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন।

ডেলিভারির কাজ সামলে ফুটবল স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখছেন সোয়েল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনের ম্যাচে নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল সাদার্ন সমিতি ও শ্রীভূমি এফসি। ম্যাচ ২-২ ড্রয়ে শেষ হয়। প্রিমিয়ার ডিভিশনের ইতিহাসে প্রথমবার একজন মহিলা কোচ হিসেবে সাদার্ন সমিতির পুরুষ দলের দায়িত্বে রয়েছেন সুজাতা কর। এই ম্যাচ ছিল তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। মাঠে তিন পয়েন্ট ফেলে আসায় নিজেকেই দায়ী করলেন কোচ সুজাতা কর।

ম্যাচ নিয়ে সাদার্ন কোচ সুজাতা কর বলেন, 'ভুলগুলো আমার। চেষ্টা করব ভুলগুলো শুধরে পরের ম্যাচে জয়ে ফেরার। অনেকটাই চাপে রেখেছিলাম নিজেকে। আশা করি পরের ম্যাচে সবটা গুছিয়ে নিতে পারব।' ম্যাচের ১২ মিনিটে সাদার্নের হয়ে প্রথম গোল করেন সোয়েল আলি ওয়াহাব। পেশায় ডেলিভারি বয় সোয়েল। ডেলিভারির কাজ সামলে ফুটবল স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি। প্রিমিয়ার ডিভিশনে এই বছরই প্রথম খেলছেন। ২০১৮ সালে পঞ্চম ডিভিশনে

খেলে কলকাতা ময়দানে যাত্রা শুরু, খেলেছেন প্রথম ডিভিশনেও। এবার সাদার্ন সমিতির হয়ে প্রিমিয়ার ডিভিশনে অভিষেক।

সোয়েলের কথায়, 'খুবই কষ্ট করে কাজ করছি। কখনও কখনও ঘুমনোর সময় পাই না। অনেক সময় নাইট শিফটে কাজ থাকে। তারপর আবার সকালে প্র্যাক্টিস। তবে সব সামলে চেষ্টা করি মাঠে আসার, ফুটবলকে ভালোবাসি। আজ গোল করে ভালো লাগছে।' ফুটবল স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখে আইলিগ, আইএসএলে খেলতে চান সোয়েল। বাংলার তিন প্রধানে সুযোগ পাওয়াই লক্ষ্য তাঁর।

এদিন সাদার্ন সমিতির হয়ে অপর গোলটি করেন সমীর বায়েন। শ্রীভূমির হয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন বিবিন বোবান। পরে সাদার্নের গোলকিপার ভুলে শ্রীভূমিকে সমতায় ফেরান অরিত্র ঘোষ। প্রিমিয়ার ডিভিশনের অন্যান্য ম্যাচগুলির ফলাফল উলুবেড়িয়ার মাঠে ইউনাইটেড কলকাতা ১-০ গোলে হারায় ক্যালকাটা পুলিশকে। রবীন্দ্র সরোবরে এরিয়ানকে হারিয়ে ২-১ গোলে জয়ী ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব। কল্যাণী স্টেডিয়ামে ভবানীপুর ও আসোস রেনবো ম্যাচ ১-১ ড্র। বিধাননগরে খিদিরপুর উয়াড়িকে ১-০ গোলে হারায়।

বার্সিলোনায় ১০ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন ইয়ামাল

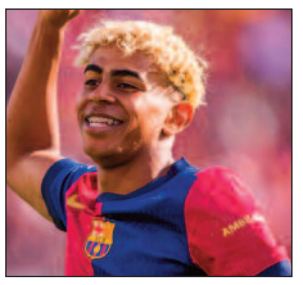

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত মরসুমটা দারুণ কাটিয়েছেন ইয়ামাল। ক্লাবের জার্সিতে ৫৫ ম্যাচে ১৮ গোলের পাশাপাশি ২৫টি অ্যাসিস্টও করেছেন তিনি। তাতে বার্সিলোনার হয়ে জিতেছেন লা লিগা, কোপা দেল রে ও স্প্যানিশ সুপার কাপের শিরোপা।

অসাধারণ পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই নাকি বার্সায় ১০ নম্বর জার্সি পাচ্ছেন ইয়ামাল। যা পরে খেলেছেন কিংবদন্তি মেসি। মেসি ছাড়াও বার্সায় ১০ নম্বর পরেছেন মারাদোনা, রিভালদো, রোনালদিনহোরা। বার্সিলোনায় সবশেষ ১০ নম্বর জার্সি পরে খেলেছেন আনসু ফাতি। ২০২১ সালে মেসি পিএসজির উদ্দেশে বার্সা ছাড়ার আগেই নামডাক কামিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইনজুরি তাঁকে সেই নামডাক ধরে রাখতে দেয়নি। এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থেকেই হারিয়ে গিয়েছেন তিনি। সেই ফাতি বার্সা ছাড়ার কারণে ইয়ামালের ভাগ্যে জুটেছে বিখ্যাত ১০ নম্বর জার্সিটি।

তিন দিনেই টেস্ট জিতল অস্ট্রেলিয়া

বার্বাডোস, ২৮ জুন: প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে লিড নিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে অজিরা ঘুরে দাঁড়াল। জশ হ্যাজেলউডের তোপে ক্রিজে থাকতেই পারেনি উইন্ডিজ। তিন দিনেই অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে প্রথম টেস্টে জিতল । তিন ম্যাচের সিরিজে তারা এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে।

বার্বাডোসে শুক্রবার রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সিরিজের প্রথম টেস্টে ১৫৯ রানের বড় ব্যবধানে হারাল অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে একাই ৫ উইকেট নিয়ে অজিদের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন হ্যাজেলউড। ৩০১ রান তাড়া করতে নেমে রীতিমতো ধরাশায়ী হয় উইন্ডিজ। ওপেনার ক্রেইগ ব্রাথওয়েটকে (৪) মিচেল স্টার্ক শিকার করার পর দ্বিতীয় উইকেটে ৪৩ রানের জুটি গড়েছিল জন ক্যাম্পবেল ও কেচি কার্টি।

এরপরই দৃশ্যপট পালটে যায়। আসরে হাজির হন হ্যাজেলউড। টানা ৪ উইকেট তুলে নিয়ে মুহূর্তেই ধস নামান ক্যারিবীয়দের ব্যাটিং লাইন আপে। ক্যাম্পবেল ২৩ আর কার্টি ২০ রান করে আউট হন। দলীয় ৬১ রানে কামিন্সের বলে বোল্ড হন শাই হোপ। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি উইন্ডিজ। জাস্টিন গ্রিভস একপ্রান্ত ধরে রেখে ৩৮ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষদিকে ২২ বলে ৪৪ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেছিলেন শামার জোসেফ। তাঁকে আউট করেন নাথান লায়ন। ১৪১ রানে থামে উইন্ডিজের ইনিংস। বড় ব্যবধানে জয় তুলে নেয় অজিরা।

এর আগে ট্রাভিস হেড, ব্যু ওয়েবস্টার ও অ্যালেক্স ক্যারির ফিফটির ইনিংসের কল্যাণে উইন্ডিজের সামনে ৩০১ রানের লক্ষ্যমাত্রা দেয় অস্ট্রেলিয়া। হেড ৬১, ওয়েবস্টার ৬৩ আর ক্যারি ৬৫ রান করেন। শামার জোসেফ নেন ৫ উইকেট। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ১৮০ রানের জবাবে ১৯০ রানে অলআউট হয়েছিল উইন্ডিজ।

আইসিসির নতুন নিয়ম, পাওয়ার-প্লে ওভারে নয়, হিসেব বলের ভিত্তিতে!

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটি বড়সড় নিয়ম পরিবর্তনের ঘোষণা করল। এখন থেকে খেলার ওভার সংখ্যা কমে গেলে পাওয়ার প্লে-র হিসেব ওভারে নয়, হবে বলের নিরিখে। জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে এই নিয়ম। এতদিন পর্যন্ত কোনও ম্যাচে বৃষ্টির জন্য ওভার সংখ্যা কমে গেলে পাওয়ার প্লে নির্ধারণ করা হত মোট ওভারের ৩০ শতাংশ হিসেবে, কিন্তু তা পূর্ণ সংখ্যায় রাউন্ড করে দেওয়া হত। যেমন ধরুন, আট ওভারের ম্যাচ হলে ৩০ শতাংশ দাঁড়ায় ২.৪ ওভার, কিন্তু সেটাকে নামিয়ে এনে ২ ওভার হিসেব করা হত। ফলে বোলিং দল বাড়তি সুবিধা পেয়ে যেত। নতুন নিয়মে এই অসামঞ্জস্য দূর হবে। এখন থেকে ওভারের বদলে সরাসরি বল হিসেব করে নির্ধারিত হবে পাওয়ারপ্লে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ৮ ওভারের ম্যাচে পাওয়ারপ্লে হবে ১৪ বলের (২.২ ওভার), ৯ ওভারের ম্যাচে হবে ১৬ বলের (২.৪ ওভার), আর ১০ ওভারে ঠিক ৩ ওভারের পাওয়ারপ্লে থাকবে। এমনকি যদি কোনও ম্যাচ এক ওভার কমে ১৯ ওভারে নেমে আসে, তা হলেও পাওয়ারপ্লে হবে ৫.৪ ওভার, অর্থাৎ ৩২ বলের। এই নিয়মে প্রতিটি ম্যাচের পাওয়ার প্লে হিসেব হবে মোট বলের ৩০ শতাংশ ধরে। এই নতুন নিয়মের ফলে ব্যাটিং এবং বোলিং, উভয় দলের জন্যই পরিস্থিতি অনেক বেশি সুষম ও ন্যায্য হবে। বিশেষ করে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ছোট দলের জন্য এটি বড় সুবিধা আনতে পারে। পাওয়ার প্লে সংক্রান্ত পরিবর্তন ছাড়াও আইসিসি আরও কিছু নিয়মে বদল এনেছে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে স্টপ ক্লক নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর এবার টেস্টেও তা চালু হচ্ছে। এছাড়া অবৈধ শর্ট রান দিলেই ফিল্ডিং দলের বিরুদ্ধে পাঁচ রানের জরিমানা ধার্য করা হবে। পাশাপাশি, ডিআরএস ব্যবহারে সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করার সময় ব্যবস্থাপনা নিয়েও কিছু নতুন প্রোটোকল জারি করেছে আইসিসি।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

কালচক্রে ঈশ্বর

শুভজিৎ বসাক

বছর কয়েক আগে কথা, সেদিন ছিল রথযাত্রা। বিশেষ এই দিনে জগন্নাথদেব তাঁর আত্মীয় মাসীর বাড়ি যাত্রা করছেন। প্রকাশের বাবা কয়েক মাস আগে মারা গিয়েছে। বেঁচে থাকতে নিজের সংসারের প্রতি টান কমেছিল, একটা ঠিকানাহীন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল পাশের বাড়ির প্রতিবেশিনী কুহুর সাথে। প্রকাশ স্বভাবে আগ্রাসী না হওয়ার পুরো সুযোগ তুলেছিল তার বাবা কিশোর ও প্রতিবেশিনীর পরিবারের সকলে। অনেকের কাছে এই বিষয়ে নানা কথা শুনে বাবাকে যখন একদিন রেগেমেগে জানতে চেয়েছিল তাতে সটান উত্তর এসেছিল, 'তুই আমার বিষয় নিয়ে একদম নাক গলাবি না, নিজের চরকায় তেল দে'। কথাটা প্রাপ্তবয়স্ক প্রকাশের গায়ে লেগেছিল। বিষয়টা পাশের কুহুর কানেও গেল। ওর বর জয়ন্ত একটা দোকানের দারোয়ান, তার যা আয় তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা যায় না। কুহুদের একটা ছেলে আছে, পল্লব। জন্মগত অটিজমে আক্রান্ত। বয়স যত বেড়েছে স্বাভাবিক বুদ্ধির বৃদ্ধি সেভাবে না হলেও ছোট থেকে মাকে খরচ করতে দেখে বড় হয়ে টাকার প্রতি নেশা বেড়েছে তার। কুহুর বাপের বাড়ি কিছুটা স্বচ্ছল। মেয়ে প্রেম করে বিয়ে করায় সেটা মেনে নিলেও ক্লাস সিক্স পাশ করা জয়ন্ত যে জীবনে অসফল হয়েই রয়ে গেল- এটা মানতে পারেনি তারা। টুকটাক কাজ আর ঠাকুমার পেনশনের টাকায় একটা সময়ে চলেছে জয়ন্তের। জয়ন্তের ঠাকুরদা ছিলেন ইংরেজ আমলে ভারতীয় বিপ্লবী সেই সূত্রে ঠাকুমা যতদিন বেঁচে ছিল সেই পেনশনের টাকা দু'হাতে উড়িয়ে ভেবেছিল এভাবেই চলে যাবে আজীবন। তিনি চোখ বুজতেই ঠাটবাট শেষ হতেই কুহু বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে শখ পূরণ করেছে। এভাবে যতদিন চলছিল, এরই মাঝে এই পাড়ায় আসে কিশোর। তার ভালো চাকরি দেখে প্রতিবেশিনী ভাব জমায় ধীরে ধীরে কিশোরের পরিবারের সাথে। আরও জোরালোভাবে ভাব জমানোর কৌশল খুঁজেছিল শুরু থেকে, সেই সুযোগ চলেও আসে। বছর পনেরো আগে যখন কিশোর পরিবার সহ এখানে ঘর দেখে উঠে আসে তখন বারান্দার গ্রিল বসানোর সময়ে কেউ তার নামে থানায় অভিযোগ জানায় যে সেটা বেআইনি ভাবে ভেঙে তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ আসে, হেনস্থার মুখোমুখি হতে হয়। পাশে এসে দাঁড়ায় কুহু আর তার পরিবার। আসলে সুযোগ বুঝে কুহু পুলিশকে পরিচয় গোপন রেখে ফোনে নালিশ করে সুবিধাটা করে নিয়ে সেই থেকে ভাব জমাতে শুরু করে। কিশোরও ভাবল খুব ভালো পরিবার ওরা। এমন মুহূর্ত উপস্থিত হল, কিশোর অফিস থেকে এসে নিজের পরিবারকে নিয়ে কম

কুহুর বাড়িতে সেদিন জাঁকজমক করে রথের আয়োজন হচ্ছে। প্রকাশ বাড়ির জানলা থেকে সবই দেখছে সাথে শুধুই মাথায় আসছে জগন্নাথদেব রথে চড়ে নিজের আত্মীয় মাসীর বাড়ি যাচ্ছেন, কিন্তু সবাই আত্মীয়ের পর্যায় দখল করতে পারে না কারণ আত্মীয় পরিচয়ের আড়ালে মতলবী টান সবকিছু আস্তে আস্তে কেড়ে নেয়। যারা চুরি করে, মতলবে অন্যের সবকিছু কেড়ে নিজের ইমারত গড়ে তাদের বাস্তব দেখাতেই ঈশ্বর আত্মীয় হওয়ার মর্মার্থ বোঝাতে রথে চড়ে মাসীর সাথে অটুট সম্পর্ক জানান দেন আর সেটা এড়িয়ে ধুমধাম আয়োজন তাঁরও পছন্দশীল নয়। এর কয়েকবছর পরের কথা। হঠাৎ শোনা যায় যে মুম্বইয়ে এক ভয়াবহ প্লেন দুর্ঘটনার জেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্লেনটা একটা বিলাসবহুল বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারলে সেখানেও থাকা বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই কুহুর পরিবারে হাহাকার ওঠে। যে বাড়িতে প্লেন আঘাত হানে সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সেইসময়ে পল্লব সস্ত্রীক ঘুরতে গিয়ে প্রাণ হারায় তারা। খবরটা পেয়ে জয়ন্ত আর কুহু পাগলের মত প্রলাপ করে আচরণ করতে থাকে জীবনের একমাত্র সম্বলকে হারিয়ে।

সময় কাটিয়ে বেশি সময়টা কাটাতে থাকে কুহুদের বাড়িতে আড্ডা দিয়ে। কুহু, জয়ন্ত দু'জনেই অভাব দেখিয়ে অল্প অল্প করে টাকা চেয়ে নিত, কিশোর সেই টাকা ফেরত চাইত না। কুহু কিশোরের স্ত্রী রমিতার থেকে আট বছরের ছোট, সুযোগ বুঝে মেয়েলি আলগা স্বভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে কিশোরকে। এতটাই উদাসীনতা আসে, কিশোর রমিতার প্রতি টান হারায়, প্রকাশের প্রতি বাবাসুলভ দায়িত্বটুকু পালন করতে শুরু করে। আর ছেলে বড় হয়ে আয় করতে শুরু করলে পরিবারে খরচ দেওয়াও বন্ধ করে দেয়। উল্টে কুহুদের জন্য সেই টাকা ব্যয় করতে শুরু করে। অটিজমে বড় হয়ে ওঠা পল্লব সেয়ানা হয়ে ওঠে, জ্যেঠু বলে ডাকতো তাকে আর ক্যাবলার মত থেকে নিজের একটা দোকান করে নেয় একইসাথে ছেলের ভবিষ্যতের অভাব কিশোরকে ভাবিয়ে তুলিয়ে একটা ফ্ল্যাটও কিনিয়ে নেয় কুহু। কেউ কিছু বলার আগেই কুহু জানিয়ে রাখে কিছু ঘনিষ্ঠ পড়শীদের, 'যা চাকরির বাজার তাতে চাকরি জুটবে বলে মনে হয় না, তাই নিজের জমানো পুঁজি ভেঙ্গে ছেলেকে করে দিলাম কিছু। এবারে বাকি জীবন টানুক নিজেকে'। প্রকাশ কেরিয়ারের প্রতি বড্ড মনোযোগী থাকায় বাবার কীর্তি বিশেষ খেয়াল করেনি কিন্তু কতদিন আর না খেয়াল করে চলা যায়! সবাই বলাবলি করতে শুরু করলে বাবাকে প্রশ্ন করায় ছেলেকে খেদিয়ে বের করে দেয় কিশোর। কিশোরের কাছে কুহুর পরিবার সবচেয়ে ভদ্র আর নম্র পরিবার। রমিতার প্রতি অনুযোগ ছিল, সে নাকি বড্ড ঝগড়া করে আর তাই পারিবারিক অশান্তি থেকে বাঁচতে কিশোর আলাদা থাকা খাওয়া শুরু করে। আবার ছেলের প্রতিও অনুযোগ ছিল যে সে বাড়ির ছেলে হয়েও মাকে বুঝিয়ে কখনও ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করেনি। এরকম ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো এমনই বলে যেতো কিশোর একটা সময়ে। অনেকে বুঝিয়েছিল, বোঝেনি। কুহুর পরিবার এক মায়ায় এমনই বেঁধে রেখেছিল পল্লবের প্রতি অগাধ টান থাকলেও প্রকাশ তার পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার কথা বাড়িতে তাকে জানালে কিশোর সটান বলে দেয়, 'এসবে আমাকে জড়াবি না, আমি এসব কিছুতে থাকবো না।' তাও প্রকাশ চেষ্টা করেছিল, ব্যর্থ হয়েছে।

ইতিমধ্যে কিশোরের টাকার টান পড়ল। কুহু দেখল এতো বিশাল বিপদ! তারই কুপরামর্শে পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়িটা মর্টগেজ রেখে নিজেকে একটা বেনামী ছোট সংস্থার প্রোমোটার দেখিয়ে ব্যাংক থেকে মোটা টাকা লোন নিল কিশোর। ব্যাংক এসব ছোট সংস্থার নথি বিশেষ যাচাই করে না এই সুযোগে অসৎ উপায়ে পাওয়া সমস্ত টাকা ঢুকল কুহু, জয়ন্ত, পল্লবদের নামে ছোট ছোট সঞ্চয় খাতে। কিশোরের শেষ বয়সে পিটুইটারি গ্রন্থিতে জটিল রোগ ধরা পড়ে আর প্রচুর ব্যয়ের কথা ভেবে কুহু বিষয়টা এড়িয়ে যায় না কারণ সেইসময়ে যদি কিশোরের মন বদল হয় আর সে পরিবারকে নিজের কুকীর্তি জানিয়ে অনুশোচনা জানিয়ে বসে তাহলে বিপদে কুহুর পরিবার একেবারে রাস্তায় এসে বসবে। তাই লোক দেখানো চিকিৎসা করাতে থাকে আর কিশোর একটা ভুল ধারণা মনে পুষেই একদিন চিরতরের জন্য চোখ বোজে। বাবার থেকে দূরত্ব বেড়ে যাওয়ার পরে এত কথা জানত না প্রকাশ। ব্যাঙ্ক থেকে একদিন নোটিশ এলে আইনী পরামর্শ নিতে গেলে সমস্ত বিষয় আস্তে আস্তে সামনে আসে। আইনী জটিলতা চললেও প্রকাশ জানে তার বাবা সজ্ঞানে সব করেছে, সইও তারই আছে তাই এমন অবস্থা থেকে তার হতাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কুহুকে সে কাকিমা বলে আত্মীয় মনে করেছিল ছোট থেকে আর আজ সেই পাতানো আত্মীয় অদৃশ্য ছুরি বসিয়েছে তার পিঠপিছে যা এফোরওফোর করেছে মন, ভাবনা, আবেগ সবকিছুকে।

কুহুর বাড়িতে সেদিন জাঁকজমক করে রথের আয়োজন হচ্ছে। প্রকাশ বাড়ির জানলা থেকে সবই দেখছে সাথে শুধুই মাথায় আসছে জগন্নাথদেব রথে চড়ে নিজের আত্মীয় মাসীর বাড়ি যাচ্ছেন, কিন্তু সবাই আত্মীয়ের পর্যায় দখল করতে পারে না কারণ আত্মীয় পরিচয়ের আড়ালে মতলবী টান সবকিছু আস্তে আস্তে কেড়ে নেয়। যারা চুরি করে, মতলবে অন্যের সবকিছু কেড়ে নিজের ইমারত গড়ে তাদের বাস্তব দেখাতেই ঈশ্বর আত্মীয় হওয়ার মর্মার্থ বোঝাতে রথে চড়ে মাসীর সাথে অটুট সম্পর্ক জানান দেন আর সেটা এড়িয়ে ধুমধাম আয়োজন তাঁরও পছন্দশীল নয়।

এর কয়েকবছর পরের কথা। হঠাৎ শোনা যায় যে মুম্বইয়ে এক ভয়াবহ প্লেন দুর্ঘটনার জেরে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। প্লেনটা একটা বিলাসবহুল বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারলে সেখানেও থাকা বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই কুহুর পরিবারে হাহাকার ওঠে। যে বাড়িতে প্লেন আঘাত হানে সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়িতে সেইসময়ে পল্লব সস্ত্রীক ঘুরতে গিয়ে প্রাণ হারায় তারা। খবরটা পেয়ে জয়ন্ত আর কুহু পাগলের মত প্রলাপ করে আচরণ করতে থাকে জীবনের একমাত্র সম্বলকে হারিয়ে। খবরটা পেল রমিতা, প্রকাশও। অদ্ভুতভাবে সেদিনও ছিল এক রথযাত্রার দিন। অন্যকে ঠকিয়ে, কেড়ে, মিথ্যে বলে ঈশ্বরকে সাজিয়ে গুছিয়ে আরাধনা করার আড়ালে নিজেকে সম্পদশালী করে ভালো থাকার মতলব নিয়ে এগিয়ে চলার সময়ে ঈশ্বর যে কালচক্রে অধিষ্ঠিত তাতে কালের চাকা ঘোরে- কথাটা ঠকবাজ মানুষগুলো ভুলে যায়। শাস্তি কে কিভাবে কখন ভোগ করবে সেটা ঈশ্বর একমাত্র জানেন, আর কেউ না। সারাজীবনের সমস্ত ফুটানি ঈশ্বর কেড়ে নিয়ে আজ সত্যিই রাস্তায় বসিয়ে দিল কুহুদের।।

কবিশেখর কালিদাস রায় ও তাঁর কাব্যকথা

ডাঃ শামসুল হক

রক্ষণশীল একটা বৈদ্য পরিবারে জন্ম তাঁর। বৈষ্ণব কবি লোচন দাশের বংশধর হিসেবেও বিশেষভাবে পরিচিত তিনি। তাই তাঁর যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় বৈষ্ণব চিন্তাভাবনার সাযুজ্যও। উনিশটা শ্লোকের বইও লিখেছেন তিনি । সবকিছুর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বিশাল প্রতিভার স্বাক্ষরও। আর সব ধরণের কবিতা লিখেতে লিখতেই একটা সময় কবিশেখার উপাধিটাও অর্জন করা সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর পক্ষে। রংপুর সাহিত্য পরিষদের দেওয়া সেই বিশেষ সন্মান তিনি অর্জন করেন ১৯২০ সালে।

তিনি এই বাংলার প্রতিভাধর কবি কালিদাস রায়। ১৮৮৯ সালের ২২ শে জুন জন্ম তাঁর বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। তাঁর বাবা যোগেন্দ্র রায় ও একজন কবি ছিলেন। বহু ভাষার উপর ছিল তাঁর অগাধ দখলও। জানতেন আরবি, ফারসি ইত্যাদি ভাষাও। তাই পিতার উৎসাহে উৎসাহিত হয়েই কাব্য ও সাহিত্যের জগতে পা রাখেন তিনি।

বর্ধমান জেলায় জন্ম হলেও তাঁর শৈশব কিন্তু কাটে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। সেখানেই শুরু হয় তাঁর প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়ার কাজ। মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনা চলে কাশিমবাজার খাগড়া মিশন স্কুলে। সেখান থেকে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে শুরু হয় তাঁর কলেজ জীবন। সেখান থেকেই ১৯১০ সালে স্নাতক হন তিনি। তারপর বহরমপুর ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। কবি কালিদাস রায় কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ১৯১৩ সালে । রংপুরের মনিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবেই শুরু তাঁর শিক্ষক জীবন। কয়েক বছর পর আবার সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভারও পান তিনি। আদর্শ একজন শিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জনও করেন। কিন্তু তা হলেও সেই স্কুলে খুব বেশি দিন থাকা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কলকাতার টানেই তখন তিনি পরিবর্তন করেন তাঁর স্কুলও। সেটা ১৯২০ সালের কথা। যোগ দেন বেহালার বড়িশা হাইস্কুলে। সেই শিক্ষা প্রতিষ্টানে তাঁর কেটেছিল অনেকগুলো বছর। তারপর ১৯৩১ সালে চলে আসেন ভবানীপুর মিত্র ইনিস্টিটিউটে এবং শিক্ষক জীবন থেকে অবসর নেওয়া অবধি ছিলেন সেখানেই।

একেবারে বালকবেলা থেকেই কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগও। তবে কবিতার মধ্য দিয়েই সেই জগতে অনুপ্রবেশ তাঁর। পরে ছোটগল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা বা রস রচনার প্রতিও ঝুঁকে পড়েন তিনি। একমাত্র রস রচনা ছাড়া সব লেখার ক্ষেত্রেই কবি তাঁর নিজস্ব নামটাই ব্যবহার করতেন। আর রস রচনাগুলো লিখতেন বেতাল ভট্ট ছদ্মনামে।

১৯০৭ সালে ছাত্রাবস্থায় মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজার বঙ্গীয় সাহিত্য সন্মেলনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তাতে নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েও ওঠেন তিনি । সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় তাঁর কলমের গতিও। আর তারপর থেকেই রবীন্দ্র ভাবধারার প্রতি বিশেষভাবে প্রভাবিতও হয়ে ওঠেন কবি কালিদাস রায়।

কাব্য এবং সাহিত্যের সকল শাখাতেই ছিল কবির অবাধ বিচরণও। ১৯০৭ সালে মাত্র আঠাশ বছর বয়সেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কুন্দ। তারপর ১৯১১ সালে কিশলয়। ১৯১৪ পর্ণপুট, ১৯২২ ক্ষুধাহারা সহ আরও অনেক কাব্যগ্রন্থ। লিখেছেন অনেক গল্প এবং বইও। শিশু সাহিত্যের প্রতিও ছিল তাঁর নিবিড় আকর্ষণ। লিখেছেন গাথাঞ্জলি, তৃণদল, গাথাবলী, গাথামঞ্জরী ইত্যাদি রচনা সম্ভারও । তিনি নিজে একজন সাহিত্য রসিক মানুষ ছিলেন বলেই কলকাতার বুকে রসচক্র নামক একটা সাহিত্য সংসদ প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। সেইসময়ের অনেক কবি এবং সাহিত্যিকদের জমজমাট আড্ডাও বসত সেখানে।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুরস্কারে পুরস্কৃতও করা হয়েছে তাঁকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করেন ১৯৫৩ সালে। পান সরোজিনী স্বর্ণপদকও । বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে দেশিকোত্তম উপাধি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার পান ১৯৭১ সালে। আর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে ডি. লিট ডিগ্রি।

কলকাতায় শিক্ষকতার সুবাদেই টালিগঞ্জে তিনি তৈরি করেন তাঁর নিজস্ব বাসভবন সন্ধ্যার কুলায়। সেখানেই ১৯৭৫ সালের ২৫ শে অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এই বৎসর তাঁর একশত ছত্রিশতম জন্মবার্ষিকী। অত এব ২২ শে জুন তাঁর জন্মদিনটার কথায় মনে রেখেই আমারা যেন তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সন্মানও।